ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-188 ■ 8 April, 2026 ■ আগরতলা ৮ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ২৪ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় আসা কর্মী সমর্থকদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, উত্তেজনা মেরেংবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ এপ্রিল ।। মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে দলীয় সমর্থকদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় তেলিয়ামুড়া মহকুমার মেরেং বাজার সংলগ্ন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এডিসি নির্বাচন উপলক্ষে তেলিয়ামুড়ার দুষ্কি বাজারে আয়োজিত এক জনসভায় যোগ দিতে কল্যাণপুরের আরএস পাড়া ও আশপাশ এলাকার সমর্থকেরা গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত মেরেং বাজার এলাকায় দুষ্কৃতীদের একটি দল পথরোধ করে হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা গাড়ি লক্ষ্য করে একাধিক রাউন্ড গুলি চালায় এবং একটি বিস্ফোরক নিক্ষেপেরও চেষ্টা করে। তবে সেটি বিস্ফোরিত না হওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। হামলায় কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং একাধিক ব্যক্তি আহত হন বলে জানা গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

অন্যদিকে, হামলার জন্য এক রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, যদিও এ বিষয়ে এখনও অন্য পক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনায় আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

মথার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে, সন্ত্রাস করে লোকজনকে আটকে দিয়েছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। জনজাতিদের ঠকানো মথা আর থাকবে না, মথাকে খুঁজেও পাবেন না। পায়ের নিচে মাটি সরে যাওয়ায় তারা এখন গুন্ডামির আশ্রয় নিয়েছে। আর জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়ন করতে পারবেন জুমিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ অম্পিনগর কেন্দ্রের এডিসি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত এক জন সমাবেশে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, অম্পির মতো জায়গায় একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে। যা কোনদিন কল্পনা করা যায় নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে এভাবে বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা। আজ ত্রিপুরায় ৬টি ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে। যেগুলির বেশিরভাগ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে যাচ্ছে। এজন্য জমি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসমে নির্বাচনী সভায় অমিত শাহ

অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় এনডিএ সরকার হলে পুরোপুরি বন্ধ হবে অনুপ্রবেশ

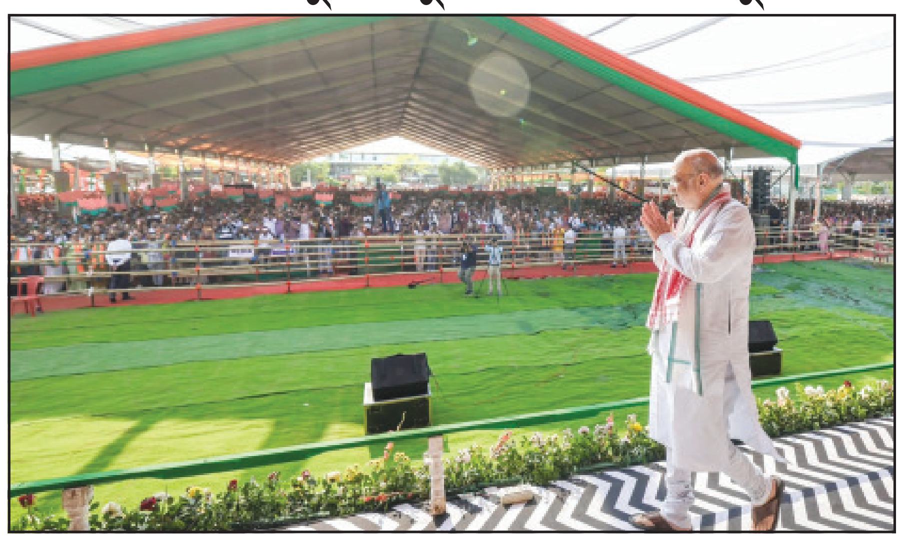

গুয়াহাটি, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস)।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার অসমের শ্রীভূমি জেলার পাঠারকান্দিতে এক নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে দাবি করেছেন, অনুপ্রবেশ রুখতে এবং রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় একমাত্র বিজেপিই সক্ষম।

তিনি বলেন, বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করেছে এবং দল পুনরায় ক্ষমতায় এলে "এক এক করে তাদের বের করে দেওয়া হবে"। তাঁর অভিযোগ, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয় যুবক, দরিদ্র পরিবার এবং চা-বাগানের শ্রমিকদের কাজ, রেশন ও মজুরি কেড়ে নিচ্ছে।

শাহ আরও বলেন, অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় বিজেপি-এনডিএ সরকার থাকলে অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হবে।

কংগ্রেসকে নিশানা করে তিনি অভিযোগ করেন, দলটি "ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি"-র জন্য অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিয়েছে। তাঁর দাবি, অতীতে কংগ্রেস সরকার ১৯৫০ সালের ইমিগ্র্যান্টস (এক্সপালশন ফ্রম অসম) আইন বাতিল করে এবং ১৯৮৩ সালে আইএমডিটিএ আইন প্রণয়ন করে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করেছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়েও কংগ্রেসের বিরোধিতার সমালোচনা করে শাহ বলেন, নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য এই আইন প্রয়োজনীয়।

এছাড়াও তিনি দাবি করেন, করিমগঞ্জের নাম পরিবর্তন করে "শ্রীভূমি" করার প্রতিশ্রুতি কেবল বিজেপিই পূরণ করেছে, যা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে শাহ বলেন, তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসের জনসমর্থন কমেছে এবং অসমকে "অনুপ্রবেশপ্রবণ রাজ্যে" পরিণত করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খালেদ হত্যাকান্ডে আরও ২ অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ এপ্রিল ।। ঈদের দিনে মঙ্গলখালীতে ঘটে যাওয়া খালেদ হত্যাকাণ্ডে আরও দুই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন হায়দার আলী (৩০) ও এমডি মইনুদ্দিন (৪৪)।

পুলিশ জানায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওসি মিনা দেববর্মা ও এসডিপিও জয়ন্ত কর্মকারের নেতৃত্বে রাগনা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ নিয়ে মামলায় মোট তিনজন গ্রেফতার হয়েছে, এখনও দুজন পলাতক। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বাকি অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে।

স্বশাসিত এলাকার মানুষের স্বার্থ রক্ষায় তিপ্রা মথাই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম ঃ প্রদ্যোত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৮ শিলাছড়ি মনুবনকুল ও ২৭ পূর্ব মুহুরীপুর কেন্দ্র ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে মনুবনকুল আইটিআই স্কুল সংলগ্ন মাঠে তিপ্রা মথার উদ্যোগে এক নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন, ২৮ শিলাছড়ি মনুবনকুল কেন্দ্রের প্রার্থী মনিন্দ্র ত্রিপুরা, ২৭ পূর্ব মুহুরীপুর-ভূরাতলী কেন্দ্রের প্রার্থী দেবজিৎ ত্রিপুরা, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পাহাড়ি এলাকার মানুষের অধিকার ও উন্নয়নের প্রশ্নে তিপ্রা মথা বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। অতীতে অন্যান্য রাজনৈতিক দল যে সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেনি, তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

এদিন তিনি জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরেন এবং দাবি করেন, স্বশাসিত এলাকার মানুষের স্বার্থ রক্ষায় তিপ্রা মথাই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। পাশাপাশি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও তিনি মন্তব্য করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে জনগণের সমর্থন কামনা করেন।

সভা শেষে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি নির্ভয়ে ভোটদান করার আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিতদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়, যা নির্বাচনের আগে তিপ্রা মথার সংগঠনগত শক্তির ইঙ্গিত বহন করছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

মথা এডিসিতে তহবিল ব্যবহার করতে ব্যর্থ ঃ মন্ত্রী রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। গত পাঁচ বছর ধরে এডিসিতে ক্ষমতায় থাকা তিপ্রা মথা পার্টি কেবল দাবি করেছে যে তারা তহবিল পাননি এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আজ নির্বাচনী প্রচারে যোগদান করে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি আরো বলেন, যদি তারা আবার জয়ী হয়, তবে একই কথাই বলবে। তাই, জনগণ যদি এডিসিতে ক্ষমতায় বিজেপিকে ভোট দেয়, তহবিল নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না এবং ব্যাপক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

আজ ১৪নং বোধজংনগর-ওয়াকিনগর কেন্দ্রের ১৯ নং বুথের রুব্রিতুইসা এলাকায় নির্বাচনী উঠান সভায় মন্ত্রী এই বক্তব্য দেন।

মন্ত্রী বলেন এই বছরের এডিসি নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহুবার জনগণ এডিসিতে ভোট দিয়েছেন, কিন্তু যে তহবিল এডিসিকে দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার হয়নি। যদি তা সঠিকভাবে ব্যবহার হত, তবে এডিসি ব্যাপক উন্নয়ন দেখত। সিপিআইএম এবং আইপিএফটি ক্ষমতায় ছিল; বিজেপি তখন ক্ষমতায় ছিল না। দেখা গেছে, আঞ্চলিক দলগুলো প্রায়শই এডিসিতে শাসন করেছে। যদি মনে করেন, আঞ্চলিক দলগুলোতে ভোট দেওয়া আপনার উপকারে এসেছে, তবে আবারও তাদের ভোট দিন। কিন্তু মনে রাখবেন, টিইউজেএস, আইএনপিটি , টিএনভি, টিএসপি, এনসিপিটি, এনসিটি, টিপিএফ, টিটিএনসি -এর মতো আঞ্চলিক দলগুলো এখন কোথাও নেই। এখন শুধুমাত্র তিপ্রা মথা রয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন তারা সব সময় দাবি তুলেছে ইনার লাইন পারমিট, স্বাধীন ত্রিপুরা, তিপ্রাল্যান্ড, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড। কিন্তু সাধারণ জনগণ কি পেয়েছে? বিজেপি চায় 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ', অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর উপনির্বাচন

শেষ হল সরব প্রচার, ভোট ৯ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ এপ্রিল।। আসন্ন ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারের শেষ পর্যায়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। এই রোড শো-তে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য এবং যুব কংগ্রেসের একাধিক নেতা-কর্মী। রোড শো-তে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বাইক ও গাড়ির দীর্ঘ মিছিল ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে। এর ফলে নির্বাচনী পরিবেশে বাড়তি উন্মাদনা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। প্রচারের সময় নেতৃবৃন্দ সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

উপনির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। শেষ মুহূর্তের এই শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে কংগ্রেস ভোটারদের কাছে নিজেদের অবস্থান আরও জোরালো ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর ৫৬ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জোরদার প্রচার লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), কংগ্রেস এবং সিপিআই(এম)-এর প্রচার ছিল চোখে পড়ার মতো।

নির্বাচনী বিধি মেনে আজ, ৭ এপ্রিল বিকেল ৫টা থেকে সমস্ত ধরনের প্রচার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। রিটার্নিং অফিসার দেবযানী চৌধুরী জানান, নির্ধারিত সময়ের পর কোনও রাজনৈতিক দল আর প্রচার চালাতে পারবে না। আগামী ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে ভোটগ্রহণ। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মনগর ৫৬ বিধানসভা কেন্দ্রের আওতায় ভোটকেন্দ্রগুলির ১০০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে কংগ্রেস প্রার্থীর প্রচার গাড়ি আটকের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। উপনির্বাচনের প্রচারের শেষ লগ্নে উত্তেজনা ছড়াল ধর্মনগরে। কংগ্রেস প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারের গাড়ি আটকে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় হুলস্থূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রচারের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগে কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্যের প্রচার গাড়ি আচমকাই আটকে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় সরব হয়ে ওঠেন কংগ্রেস প্রার্থী নিজে। তিনি অভিযোগ করেন, পরিকল্পিতভাবেই তাঁদের নির্বাচনী প্রচারে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে।

চয়ন ভট্টাচার্য বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সকল দলের সমানভাবে প্রচারের অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু এভাবে প্রচার গাড়ি আটকে দেওয়া সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের সামিল।

অন্যদিকে, এই অভিযোগ নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দলবিরোধী কার্যকলাপ বহিষ্কৃত রতিমোহন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং দলবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে দক্ষিন ত্রিপুরা (পিলাক) জেলার সহ-সভাপতি রতি মোহন ত্রিপুরাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মাননীয় প্রদেশ সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্যের নির্দেশক্রমে, প্রদেশ সাধারন সম্পাদক শ্রী অমিত রক্ষিত মহোদয়ের এক আদেশক্রমে আজ রতি মোহন ত্রিপুরাকে অবিলম্বে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সকল পদ ও দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছে। দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরির দাবিতে টেট উত্তীর্ণদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। চাকরির দাবিতে ফের রাস্তায় নামলেন টেট-২ উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীরা। আজ সিটি সেন্টার এলাকায় একত্রিত হয়ে তারা বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভ চলাকালীন অর্থমন্ত্রীর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে মিছিল শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। সেই সময় পুলিশ তাঁদেরকে আটকে দেয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে এবং আন্দোলনকারীদের আটক করে এডি নগর মাঠে নিয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের দাবি, অতিসত্বর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে রাজ্যে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা হোক।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, গত একবছর আগে টেট ওয়ানের জন্য ১০৩৩টি এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়রের নির্দেশে লেক চৌমুহনী বাজারে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। "যেমন কথা, তেমন কাজ"মেয়রের নির্দেশ মেনে লেক চৌমুহনী বাজারে অবৈধভাবে নির্মিত দোকানপাট ভাঙার অভিযান চালাল আগরতলা পুর নিগম।

গতকাল লেক চৌমুহনী বাজারে এক বৈঠকে অবৈধ বাজার কমিটি ভেঙে দেওয়ার পর মেয়র স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, বাজার এলাকায় গড়ে ওঠা সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হবে। সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই আজ ভোররাত থেকে পুর নিগমের কর্মীরা অভিযান শুরু করেন।

অভিযানে পৌর নিগমের কর্মীরা বাজারের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে তৈরি করা দালান ও একাধিক দোকান ভেঙে দেন। এই অভিযানে এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পুর নিগম সূত্রে জানানো হয়েছে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ দখল ও নির্মাণের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও জারি থাকবে।

ছাওমনুতে জল ও বিদ্যুতের তীব্র সংকট, চরম দুর্ভোগে ৩৫টি পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। ধলাই জেলার ছাওমনু আরডি ব্লকের অন্তর্গত আনন্দ হরির রোয়াজা পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে জল ও বিদ্যুতের চরম সংকটে ভুগছেন প্রায় ৩৫টি পরিবার। মৌলিক পরিষেবার অভাবে প্রতিদিনই নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর, জনপ্রতিনিধি এবং মন্ত্রীদের কাছে সমস্যার কথা জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমনকি ছাওমনু আরডি ব্লক অফিসে পানীয় জলের জন্য লিখিত আবেদন জমা দেওয়া হলেও তারও কোনো সুরাহা মেলেনি।

প্রতিকি ছবি।

বর্তমানে গ্রামবাসীদের পানীয় জলের একমাত্র ভরসা পাশের ছড়ার জল। কিন্তু বর্ষা বা অন্য সময়ে সেই জল ঘোলা হয়ে গেলে চরম সংকটে পড়তে হয় এলাকাবাসীদের। নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

অন্যদিকে, বিদ্যুতের অপ্রতুলতার কারণে সন্ধ্যার পর এলাকা কার্যত অন্ধকারে ডুবে যায়। পড়ুয়াদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে নিত্যদিনের কাজকর্মও ব্যাহত হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবিতে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি, অবিলম্বে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৮ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
২৪ চৈত্র, বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পরমাণু শক্তি উৎপাদনে ভারত

দীর্ঘ সময় ধরিয়া ইউরেনিয়ামের জন্য বিদেশের ওপর বিশেষ করিয়া মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমা দেশগুলোর সরবরাহকারী গোষ্ঠী নির্ভর করিতে হইলেও, এখন থোরিয়াম ভিত্তিক প্রযুক্তিতে ভারত এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করিয়াছে।বিশ্বের মোট থোরিয়াম ভাণ্ডারের প্রায় ২৫ রহিয়াছে ভারতে, বিশেষ করিয়া কেরালা ও ওড়িশার উপকূলীয় অঞ্চলের মোনাজাইট বালিতে। ইউরেনিয়ামের অভাব থাকিলেও থোরিয়ামে ভারত বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করিতে পারা মানেই হইলো জ্বালানির জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা থেকে মুক্তি।ভারতের পরমাণু শক্তির জনক ড. হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা কয়েক দশক আগেই একটি তিন স্তরের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।প্রথম স্তর:প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন। দ্বিতীয় স্তর : এখানে ইউরেনিয়াম থেকে প্লুটোনিয়াম তৈরি করা হযয়। তৃতীয় স্তর : এই স্তরে থোরিয়াম ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। ভারত এখন এই তৃতীয় স্তরে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তে।পরমাণু জ্বালানির জন্য ভারতকে এতদিন কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়মের বেড়াজালে থাকিতে হইতো। অনেক সময় ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ইউরেনিয়াম আমদানিতে সমস্যা দেখা দেয়। জীবাশ্ম জ্বালানির গেরো কাটাইয়া পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিরাট সাফল্য ভারতের। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভারতের পরমাণু চুল্লিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চেন রিঅ্যাকশনে সফল দেশের বিজ্ঞানীরা। যাহা জ্বালানি উৎপাদনে এক বিরাট মাইলফলক। নয়া এই প্রযুক্তি জ্বালানির তুলনায় অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। তামিলনাড়ুর কল্পাক্কামে প্রোটোটাইপ ফার্স্ ব্রিডার রিঅ্যাক্টর (পিএফবিআর)-এর এই সাফল্যের কথা প্রকাশ্যে আনিয়াছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাশিয়ার পর দ্বিতীয় দেশ হিসেবে এই সাফল্য পাইয়াছে ভারত।ভারতের এই বিরাট সাফল্যের কথা প্রকাশ্যে এনে মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখিয়াছেন, ”বেসামরিক পারমাণবিক যাত্রায় এক যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করিয়াছে ভারত। কল্পাক্কামে পিএফবিআর-এর সাফল্যের জেরে দেশের পারমাণবিক কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে। এই রিঅ্যাক্টর ব্যবহৃত জ্বালানির তুলনায় অধিক পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম। যাহা পরমাণু বিজ্ঞানের জগতে এক অসামান্য কীর্তি। এই সাফল্য ভারতের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত। আমাদের বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন। এই কর্মসূচির তৃতীয় ধাপে আমাদের লক্ষ্য ভারতের বিশাল থোরিয়ামের ভাণ্ডারকে কাজে লাগানো।” এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করিবার আগে পরমাণু শক্তির বিষয়ে জানা প্রয়োজন। পরমাণু হইল যে কোনও কিছুর ক্ষুদ্রতম সাংগঠনিক একক যাহার কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস নামের এক গোলক। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এতে বিস্ফোরণ ঘটাইলে প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি উৎপন্ন করে। যাহা জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া সেই বাষ্পের মাধ্যমে ঘোরানো হয় টারবাইন। এখান থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকেই বলে পারমাণবিক শক্তি। যাহা পরিবেশ বান্ধব। ভারতের এই বিশেষ পারমাণবিক চুল্লি পিএফবিআর পৌঁছিয়া গিয়াছে এক বিশেষ পর্যায়ে যাহাকে বলা হইতেছে ”ক্রিটিক্যালিটি”।

বিরাট জনসংখ্যার কারণে ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা ব্যাপক। কেন্দ্রের লক্ষ্য দেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতাকে ৮ গিগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ১০০ গিগাওয়াটে নিয়া যাওয়া। সেই লক্ষ্যপূরণে দেশের বিজ্ঞানীরা পরমাণু কর্মসূচির তৃতীয় ধাপ অর্থাৎ ইউরেনিয়ামের পরিবর্তে থোরিয়ামকে কাজে লাগাইতে চাইছেন। ভারতের উপকূলীয় রাজ্যগুলি, বিশেষ করিয়া কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা থোরিয়ামে সমৃদ্ধ। বৈশ্বিক থোরিয়াম রিজার্ভের প্রায় ২৫ ভারতেই রহিয়াছে। এক টন থোরিয়াম ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি উতপন্ন করিবার ক্ষমতা রাখে। এক কেজি থোরিয়াম থেকে ৮০ থেকে ৯০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব, যাহা হাজারটি বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার জন্য যথেষ্ট। ভারতের পরমাণু শক্তি এই ধাপে উন্নীত

হইলে জ্বালানির ও বিদ্যুতের জন্য ভারতকে আর আরও উপর নির্ভরশীল থাকিতে হইবে না।

রাশিয়ার পর দ্বিতীয় দেশ হিসেবে এই সাফল্য পাইয়াছে ভারত।তবে পরমাণু ক্ষেত্রে সাফল্যের পাশাপাশি রহিয়াছে বিপদের ঝুঁকিও। এই ধরনের চুল্লি থেকে নির্গত জল ও ছাই অত্যন্ত তেজস্ক্রিয়। যাহা প্রকৃতিতে মিশে বিপদ বাড়ানোর ঝুঁকি রহিয়াছে। এইসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলে বাতাসে মিশিলে এবং মানুষ এর সংস্পর্শে আসিলে ক্যানসার-সহ নানা ধরনের জটিল অসুখে পড়িয়া মৃত্যু অনিবার্য। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা কতখানি ভয়াবহ হইতে পারে তাহা আগেও দেখিতেছে ভারত। দেশের প্রধান ইউরেনিয়াম খনি ঝাড়খণ্ডের জাদুগোড়া আজও বহন করিতেছে এই মহাশক্তির অভিশাপ। এক সমীক্ষার রিপোর্টে জানা যায়, এই অঞ্চলের ২৫ শতাংশ শিশু আজও কোনও না কোনও শারীরিক বিকলাঙ্গতা নিযয়া জন্ম নেয়। ৬৭ শতাংশ মানুষ মারা যান ৬০ বছর বা তাহারও আগে।

ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত তো লামকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস): ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ায় তো লাম-কে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশের মধ্যে সামগ্রিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে তাঁর সঙ্গে কাজ করার আগ্রহও প্রকাশ করেছেন তিনি।

এক্স-এ পোস্ট করে মোদী বলেন, “ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় তো লামকে আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আরও শক্তিশালী হবে বলে আমি আত্মবিশ্বাসী। জনগণ ও অঞ্চলের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের সামগ্রিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও গভীর করতে আমরা একসঙ্গে কাজ করব।”

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ভিয়েতনামের জাতীয় সংসদ ২০২৬-২০৩১ মেয়াদের জন্য তো লাম-কে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অনুমোদন দেয়। উপস্থিত ৪৯৫ জন সদস্যই তাঁর পক্ষে ভোট দেন।

তো লাম এর আগে ২০২৪ সালের মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ২০২৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ২০২৬-২০৩১ মেয়াদের জন্য পুনরায় সেই পদে নির্বাচিত হন।

ভারত ও ভিয়েতনামের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যা “কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ” হিসেবে পরিচিত। ২০১৬ সালে ভিয়েতনামে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের সময় এই সম্পর্ককে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়।

‘মিশন কর্মযোগী’ যেভাবে ভারতের শাসনব্যবস্থার আখ্যান নতুন করে লিখছে

ডঃজীতেন্দ্র সিং
(কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ভূ-বিজ্ঞান দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, পারমাণবিকশক্তি বিভাগ, মহাকাশ বিভাগ এবং কর্মীবর্গ, জনঅভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী)

রাজস্থানের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন জেলা কালেক্টরের কথা কল্পনা করুন, যাঁকে সবেমাত্র একটি উচ্চাভিলাষী জন কল্যাণমূলক প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যে সম্পর্কে তিনি প্রায় কিছুই জানেন না। এক দশক আগে, তাঁর একমাত্র ভরসা ছিল একটি জীর্ণ সরকারি ম্যানুয়াল, কোনো ঊর্ধতন সহকর্মী যিনি হয়তো তিনটি মিটিং ও মধ্যাহ্নভোজের পর অবসর পেতেন, অথবা একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সুদূরপ্রসারী প্রতিশ্রুতি যা হয়তো এক বা দুই বছরে আসবেযদি আদৌ আসে। আজ, তিনি তাঁর ফোন খোলেন, আই-জিওটি (আই-গট)সমন্বিত সরকারি অনলাইন প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্মেলগ ইন করেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুসারে তৈরি একটি সুসংগঠিত, দক্ষতা-ভিত্তিক কোর্স সম্পন্ন করতে শুরু করেন। সন্ধ্যার মধ্যে, আরও ভালোভাবে অবহিত ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে তিনি প্রকল্পটির প্রথম সুবিধাভোগীসভায় সভাপতিত্ব করেন। পরিবর্তনটি ছোট মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন।

পাঁচ বছর আগে যাত্রা শুরু করার পর থেকে মিশন কর্মযোগী এই নীরব বিপ্লবটিই ঘটিয়ে চলেছে কোনো আড়ম্বরের সাথে নয়, বরং এক নতুন ধরনের ভারতের জন্য এক নতুন ধরনের সরকারি কর্মকর্তা তৈরির ধৈর্যশীল ও উদ্দেশ্যমূলক কাজের মাধ্যমে। এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝতে হলে প্রথমে প্রেক্ষাপটটি বিবেচনা করতে হবে। ২০৪৭ সালের ভারত আমাদের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন দেখা বিক্ষুব্ধ ভারত এমন কোনো গন্তব্য নয় যেখানে আমরা এমনিতেই পৌঁছে যাব। এটি এমন একটি গন্তব্য যা আমাদের প্রজাতন্ত্রকে শাসনকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের মাধ্যমে সতর্কতার সাথে এক এক করে গড়ে তুলতে হবে। আর সেই সমীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি পুঁজি নয়, প্রযুক্তি নয়, এমনকি নীতিও নয়। এটি হলো প্রায় সাড়ে তিন কোটি সরকারি কর্মকর্তার সক্ষমতা সেই প্রশিক্ষিত, অনুপ্রাণিত, নাগরিক-কেন্দ্রিক সক্ষমতা, যাঁরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ভারতীয় রাষ্ট্রকে সচল রাখেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের বেশিরভাগসময় জুড়ে, এই সক্ষমতা তৈরির মডেলটিকে বলা যেতে পারে খণ্ড খণ্ড: চাকরিতে যোগ দেওয়া একজন তরুণ কর্মকর্তা শুরুতে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পেতেন, হয়তোকর্মজীবনের মাঝামাঝি সময়ে এখানে-সেখানে একটি কোর্স করতেন, এবং অন্যথায় তাঁর কাছ থেকে কাজ করে ও দেখে দেখে শেখার প্রত্যাশা করা হতো। একটি স্থিতিশীল, ধীরগতির বিশ্বে এটি যথেষ্ট ছিল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু বিপর্যয়, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক চাপ এবং ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের এই যুগে, এটি স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত। শাসনতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জগুলো যে গতিতে বিকশিত হচ্ছে, তা পুরোনো ধাঁচের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাগুলোর সাড়াদেওয়ার গতিকে ছাড়িয়ে গেছে। এই অসামঞ্জস্যের সমাধান হিসেবেই ‘মিশন কর্মযোগী’র পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ২০২১ সালে চালু হওয়া এবং সেই বছরের এপ্রিলে প্রতিষ্ঠিত ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কমিশন (সিবিসি) দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত এই উদ্যোগটির লক্ষ্য ছিল সত্যিই উচ্চাভিলাষী কিছু করা: ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের শিক্ষণ সংস্কৃতিকে একটি পর্যায়ক্রমিক, নিয়মনিষ্ঠা-চালিত অনুশীলন থেকে একটি অবিচ্ছিন্ন, ভূমিকা-ভিত্তিক, স্ব-নির্দেশিত বিকাশের যাত্রায় রূপান্তরিত করা। কমিশনের বর্ণনা অনুযায়ী, এই পরিবর্তনটি হলো একজন ‘কর্মচারী’ অর্থাৎ নিয়ম মেনে চলা একজন কর্মকর্তাথেকে একজন ‘কর্মযোগী’ হয়ে ওঠা: এমন একজন সরকারি কর্মচারী যিনি উদ্দেশ্য, সেবা এবং শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত।

পাঁচ বছর পর, পরিসংখ্যান বেশ শিক্ষণীয়। দেড় কোটিরও বেশি সরকারি কর্মকর্তা এখন আই-জিওটি (আই-গট) প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় শিক্ষার্থীযা শুরুতে একটি অলীক সংখ্যা বলে মনে হতো। ৪,৬০০- এরও বেশি দক্ষতা-ভিত্তিক কোর্সের মাধ্যমে এই কর্মকর্তারা ৮.৩ কোটিরও বেশি কোর্স সম্পন্ন করেছেন। শুধুমাত্র গত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহেই, অংশগ্রহণের ফলে ৪৫ লক্ষ ঘণ্টার কোর্স নথিভুক্তি এবং ৩৮ লক্ষ ঘণ্টার প্রকৃত শিক্ষা অর্জিত হয়েছে। এগুলো কোনো বিমূর্ত পরিসংখ্যান নয়। ব্যয়িত প্রতিটি ঘণ্টা ভারতের কোথাও না কোথাও একজন সরকারি কর্মচারীর প্রতিনিধিত্ব করে যেমন ছত্তিশগড়ের একজন রাজস্ব পরিদর্শক, পুনের একজন নগর স্থানীয় সংস্থা কর্মকর্তা, মণিপুরের একজন স্বাস্থ্যকর্মী যিনি তাঁর সহনাগরিকদের আরও ভালোভাবে সেবা করার জন্য নিজের দক্ষতায়বিনিয়োগ করছেন। যা আই- জিওটি (আই-গট) প্ল্যাটফর্মটি কেসত্যিকার অর্থে রূপান্তরকারী করে তুলেছে, তা কেবল এর বিশালতা নয়, বরং এর প্রবেশাধিকারের কাঠামো। এটি যেকোনো সময় এবং যেকোনো জায়গায়, স্মার্টফোন বা ডেস্কটপে, একাধিক ভাষায় এবং শিক্ষার্থীর পেশাগত প্রোফাইল অনুযায়ী ব্যক্তিগতকৃতভাবে উপলব্ধ। কোর্সগুলো প্রতি তিন থেকে ছয় মাস অন্তর হালনাগাদ করা হয়, যা প্রশাসনে কীভাবে এআই টুল ব্যবহার করতে হয় বা নতুন আর্থিক নিয়মকানুন কীভাবে বুঝতে হয়, সেই সম্পর্কিত বিষয়বস্তুকে সর্বদা হালনাগাদ রাখে। অন্য কথায়, এই প্ল্যাটফর্মটি ধুলো জমা কোনো ডিজিটাল লাইব্রেরি নয় এটি শিক্ষার একটি জীবন্ত, অভিযোজনযোগ্যবাস্তুতন্ত্র। একবার ভেবে দেখুন, একটি আদিবাসী অধ্যুষিত জেলার একজন কনিষ্ঠ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর জন্য এর অর্থ কী, যখন তিনি তাঁর নিজের ভাষায় শিশু পুষ্টি মূল্যায়নের সর্বশেষ প্রোটোকল ব্যাখ্যা করে একটি মডিউল পান। তাঁকে তাঁর ব্লকে একজন প্রশিক্ষকের আসার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। তিনি শেখেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেন। এটাই এই মিশনের গণতান্ত্রিক সুফল। এই ইকোসিস্টেমের কৌশলগত তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সক্ষমতা বৃদ্ধি কমিশন একই সাথে স্থপতি এবং পরিচালকের ভূমিকা পালন করে। এটি জাতীয় নীতি প্রণয়নকারী একজন সচিব থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায়ে তা বাস্তবায়নকারী একজন পঞ্চায়েত কর্মকর্তা পর্যন্ত সরকারি ভূমিকার বিশাল পরিসরে কী কী দক্ষতার প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করে। এটি ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস ফর সিভিল সার্ভিসেস ট্রেনিং ইনস্টি টিউশন সফ্রেমওয়ার্ক, যা এন এস সি এস টি আই ২.০ নামে পরিচিত, তার মাধ্যমে দেশের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য গুণগত মান নির্ধারণ করে, যার অধীনে দেশজুড়ে ২০০টিরও বেশি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। এটি রাজ্যগুলোর সাথে কাজ করেআনুষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে এখন সমস্ত ৩০টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এতে স্বাক্ষর করেছেযাতে কর্মশক্তির দক্ষতাকে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যের সাথে সংযুক্ত করে বিশেষ সক্ষমতা বৃদ্ধি পরিকল্পনা তৈরি করা যায়। এবং রাষ্ট্রীয় কর্মযোগী জন সেবা কর্মসূচির মতো যুগান্তকারী উদ্যোগের মাধ্যমে, এটি দশ লক্ষেরও বেশি সনদপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ব্যাপক আচরণগত প্রশিক্ষণ দিয়েছে যা হলো প্রত্যেক নাগরিককে চূড়ান্ত অংশীদার হিসেবে গণ্য করার এক সূক্ষ্ম কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় শিল্প।

এই মিশনের শেষ দিকটি বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে, কারণ এটি এমন কিছুর কথা বলে যা সমাপ্তির সনদ বা নথিভুক্ত ঘণ্টার মাধ্যমে সহজে পরিমাপ করা যায় না। মিশন কর্মযোগীর অন্যতম গভীর আকাঙ্ক্ষা হলো দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কর্মীদের মধ্যে লেনদেনমূলক সম্পর্ক থেকে সরে আসা। এই মিশনটি তার প্রযুক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারকে সম্মান জানানোর জন্যও একটি সচেতন প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ‘‘ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম সেল’’-এর মাধ্যমে, ঐতিহ্যবাহীপ্রজ্ঞা যা গোষ্ঠী-শাসন ও কৃষি থেকে শুরু করে অর্থসংস্থান ও স্বাস্থ্যসেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃততাকে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর বুননে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে; তবে তা কেবল অতীত-বিলাস হিসেবে নয়, বরং জীবন্ত জ্ঞান হিসেবে। ‘‘অমৃত জ্ঞান কোষ’’ ভাণ্ডারটি, যেখানে ৭০টিরও বেশি সম্পূর্ণ কেস স্টাডি বা ঘটনা-বিশ্লেষণ সংগৃহীত আছে, তা এমন এক শাসনতান্ত্রিকপ্রজ্ঞার ভাণ্ডার গড়ে তুলছে যার ভিত্তি প্রোথিত ভারতের নিজস্ব প্রেক্ষাপট ও ভারতীয় সমাধানগুলোর মধ্যে। প্রশাসনিক মনন থেকে ঔপনিবেশিকতার প্রভাবমুক্ত করার এই প্রক্রিয়াযার মাধ্যমে ভারতীয় সরকারি কর্মচারীরা আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার পাশাপাশি নিজেদের সভ্যতাগত ঐতিহ্যের সাথে আত্মবিশ্বাসের সাথে পুনরায় যুক্ত হনতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অন্যতম প্রধান আকাঙ্ক্ষা; আর ‘‘মিশন কর্মযোগী’’ সেই আকাঙ্ক্ষাকেই বাস্তবে রূপ দিচ্ছে।

‘‘সাধনা সপ্তাহ’’২রা এপ্রিল থেকে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত পালিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহহলো এই পাঁচ বছরের যাত্রার এক উদযাপন এবং একই সাথে এর অসমাপ্ত কাজগুলোর প্রতি অঙ্গীকারের নবায়ন। ‘‘সাধনা’’ শব্দটি এখানে অত্যন্ত যথার্থ। এর অর্থ হলো নিবেদিত অনুশীলন; সেই সুশৃঙ্খল ও প্রাত্যহিক প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে একজন সাধক কোনো এক মুহূর্তের চমকপ্রদ প্রতিভার ঝলক দিয়ে নয়, বরং নিজের কাজের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার মাধ্যমেই দক্ষতা ও পূর্ণতা অর্জনের প্রয়াস চালান। আমরা যখন ‘‘সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জাতীয় মহাসম্মেলন’’-এর মাধ্যমে এই সপ্তাহের সূচনা করছিযেখানে প্রায় ৭০০ জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সশরীরে এবং ৩,০০০-এরও বেশি কর্মকর্তা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করছেনতখন আমরা কেবল কোনো বার্ষিকী পালন করছি না। আমরা আগামী পাঁচ বছরের জন্য আমাদের যাত্রাপথের দিকনির্দেশনা ঠিক করে নিচ্ছিএমন এক ভবিষ্যতের লক্ষ্যে, যেখানে প্রতিটি স্তরের প্রতিটি সরকারি কর্মচারী হবেন একজন নিরন্তর শিক্ষার্থী, নাগরিকদের স্বার্থরক্ষাকারী এক অগ্রদূত এবং ভারতের জাতীয় আকাঙ্ক্ষাগুলোর একজন আত্মবিশ্বাসী কাণ্ডারি। ‘‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’’-এর লক্ষ্যগুলোসর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা থেকে শুরু করে ‘‘নেট-জিরো’’ বা কার্বন-নিরপেক্ষতার অঙ্গীকার, ডিজিটাল জন-অবকাঠামো থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপী উৎপাদন খাতে নেতৃত্ব অর্জনকেবল নীতিমালার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে না। এ লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়িত হবে মানুষের হাত ধরে: সেই জেলা কর্মকর্তার মাধ্যমে, যিনি কোনো সরকারি প্রকল্পকে এতটাই গভীর ভাবে বোঝেন যে তা নিখুঁতভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেন; সেই নগর-পরিকল্পনাবিদের মাধ্যমে, যিনি স্থানিক তথ্য-বিশ্লেষণের বিভিন্ন হাতিয়ার কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারেন; এবং সেই সম্মুখসারির স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে, যিনি জনস্বাস্থ্যের কোনো সতর্কবার্তা এমনভাবে প্রচার করেন যে তাঁর নিজস্ব জনগোষ্ঠী তাকে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসে গ্রহণ করে। ‘‘মিশন কর্মযোগী’’ ঠিক সেই ধরনের এক দক্ষ ও নিবেদিত কর্মীগোষ্ঠীই গড়ে তুলছেকেবল আগামীকালের জন্য নয়, বরং আগামী দশকগুলোর কথা মাথায় রেখে। ভারতের শাসনব্যবস্থার দীর্ঘ ও দীপ্তিময়আখ্যানধারায়, এটি হয়তো সেই অধ্যায়যেখানে রাষ্ট্র অবশেষে ‘শেখা’ আয়ত্ত করতে শিখল।

মানব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড, পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে যাচ্ছে আর্টেমিস ২

কাজী আকাশ

পৃথিবী থেকে ঠিক কত দূর পর্যন্ত মানুষের মহাকাশযান পৌঁছাতে পারে? আজ থেকে ৫৪ বছর আগে এই সীমানাটা নির্ধারণ করে দিয়েছিল নাসার অ্যাপোলো ১৩ মিশন। কিন্তু এবার সেই পুরোনো রেকর্ড ভাঙার সময় এসেছে! নাসার ঐতিহাসিক আর্টেমিস ২ মিশন শুধু চাঁদের দিকেই যাচ্ছে না, এটি গড়তে যাচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে দূরে ভ্রমণের এক নতুন রেকর্ড।

৩ এপ্রিল নাসা আনুষ্ঠানিকভাবে এক রোমাঞ্চকর ঘোষণা দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, আর্টেমিস ২-এর চার নভোচারী নাসার রিড ওয়াইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার, ক্রিস্টিনা কোচ এবং কানাডিয়ান নভোচারী জেরেমি হ্যানসেন পৃথিবী থেকে সর্বোচ্চ ৪ লাখ ৬ হাজার ৭৭৩ কিলোমিটার দূরে ভ্রমণ করবেন! আগের রেকর্ডটি ছিল ৪ লাখ ১৭১ কিলোমিটার। ১৯৭০ সালের এপ্রিলে অ্যাপোলো ১৩ মিশনের তিন নভোচারী গড়েছিলেন এই রেকর্ড। নাসা জানিয়েছে, আর্টেমিস ২-এর চার নভোচারী নাসার রিড ওয়াইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার, ক্রিস্টিনা কোচ এবং জেরেমি হ্যানসেন পৃথিবী থেকে সর্বোচ্চ ৪ লাখ ৬ হাজার ৭৭৩ কিলোমিটার দূরে ভ্রমণ করবেন!

কবে ভাঙবে এই রেকর্ড ঃ- আগামী ৬ এপ্রিল, সোমবার (বাংলাদেশ সময় ৭ এপ্রিল, মঙ্গলবার)। ওরিয়ন ক্যাপসুল যখন চাঁদের উল্টো পাশ দিয়ে ঘুরে পৃথিবীর দিকে তার ফিরতি পথ ধরবে, ঠিক তখনই রচিত হবে এই নতুন ইতিহাস। আর্টেমিস ২ যে আগের রেকর্ড ভেঙে ফেলবে, তা আগে থেকেই ধারণা করা হচ্ছিল। কিন্তু ৩ এপ্রিল এক সংবাদ সম্মেলনে আর্টেমিস ২ মিশনের অ্যাসেন্ট ফ্লাইট ডিরেক্টর জুড ফ্রেইলিং যখন এই দূরত্বের নতুন হিসাবটি প্রকাশ করেন, তখন এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। কারণ, এটি কোনো সাধারণ অনুমান নয়; বরং ওরিয়নের ট্রান্সলুনার ইনজেকশন বা ইঞ্জিন বার্ন সফলভাবে শেষ হওয়ার পর করা একদম নিখুঁত হিসাব!

ট্রান্সলুনার ইনজেকশন কী ঃ- ২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওরিয়ন সফলভাবে তার টিএলআই ধাপটি সম্পন্ন করেছে। প্রায় ৬ মিনিট ধরে চলা ইঞ্জিনের এই প্রচণ্ড ধাক্কাটিই ক্যাপসুলটিকে পৃথিবীর কক্ষপথ ছাড়িয়ে চাঁদের দিকে নির্ভুল নিশানায় ছুড়ে দিয়েছে। নাসার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই ট্রান্সলুনার ইনজেকশন বার্নটিই হলো মিশনের শেষ বড় ইঞ্জিন ফায়ারিং। এটি ওরিয়নকে চাঁদের দিকে এমন এক পথে ফেলে দিয়েছে, যা কোনো অতিরিক্ত জ্বালানি বা ইঞ্জিন ফায়ারিং ছাড়াই নভোচারীদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনে সাগরে আছড়ে পড়তে সাহায্য করবে। মিশন শুরুর মাত্র দুদিনের মাথায় এই ধাক্কাটি একাধারে চাঁদের পথে যাত্রার জ্বালানি এবং পৃথিবীতে ফেরার ডিঅরবিট বার্ন হিসেবেও কাজ করছে!

অ্যাপোলো ১৩ মিশনের গল্পটা ছিল অন্য রকম। সেই মিশনে তিন নভোচারীর চাঁদে নামার কথা ছিল। কিন্তু উৎক্ষেপণের ৫৬ ঘণ্টা পর অক্সিজেন ট্যাংকে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটলে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

অ্যাপোলো ১৩ মিশনের বেঁচে ফেরার লড়াই বনাম আর্টেমিস ২ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আর্টেমিস ২ মিশনে মানুষ চাঁদে নামবে না, বা চাঁদের কক্ষপথেও প্রবেশ করবে না। এটি শুরু থেকেই এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। চার নভোচারী শুধু চাঁদের পাশ ঘেঁষে উড়ে আসবে। এর মূল লক্ষ্য, ওরিয়ন ক্যাপসুল নভোচারীদের নিরাপদে চাঁদে নিয়ে যেতে এবং ফিরিয়ে আনতে সক্ষম কি না, তা যাচাই করা। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৮ সালের শেষের দিকে আর্টেমিস ৪ মিশনের মাধ্যমে মানুষ আবারও চাঁদের বুকে পা রাখবে। অ্যাপোলো ১৩ মিশনের তিন নভোচারী কমান্ড মডিউল পাইলট জ্যাক সুইগার্ট, কমান্ডার জিম লাভেল এবং লুনার মডিউল পাইলট ফ্রেড হেইসছবি: গেটি ইমেজ কিন্তু অ্যাপোলো ১৩-এর গল্পটা ছিল অন্য রকম। সেই মিশনে তিন নভোচারীর চাঁদে নামার কথা ছিল। কিন্তু উৎক্ষেপণের ৫৬ ঘণ্টা পর অক্সিজেন ট্যাংকে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটলে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায় এবং মিশনটি রূপ নেয় বেঁচে ফেরার এক মরিয়া লড়াইয়ে। কমান্ডার জিম লাভেল, লুনার মডিউল পাইলট ফ্রেড হেইস এবং কমান্ড মডিউল পাইলট জ্যাক সুইগার্ট মিশন কন্ট্রোলের সহায়তায় অসীম সাহসিকতার সঙ্গে চাঁদের পাশ ঘুরে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। আর সেই বেঁচে ফেরার মহাকাব্যিক লড়াইয়েই, ঘটনাক্রমে তাঁরা গড়েছিলেন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে যাওয়ার রেকর্ড! তবে এবার কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং এক সুপরিকল্পিত জয়ের মাধ্যমে অ্যাপোলো ১৩ মিশনের সেই বীরদের রেকর্ড ভাঙতে চলেছে আর্টেমিস ২। মহাকাশের অসীম অন্ধকারে মানুষের সীমানা আরও একবার ছাড়িয়ে যাওয়ার এই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় এখন পুরো বিশ্ব!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

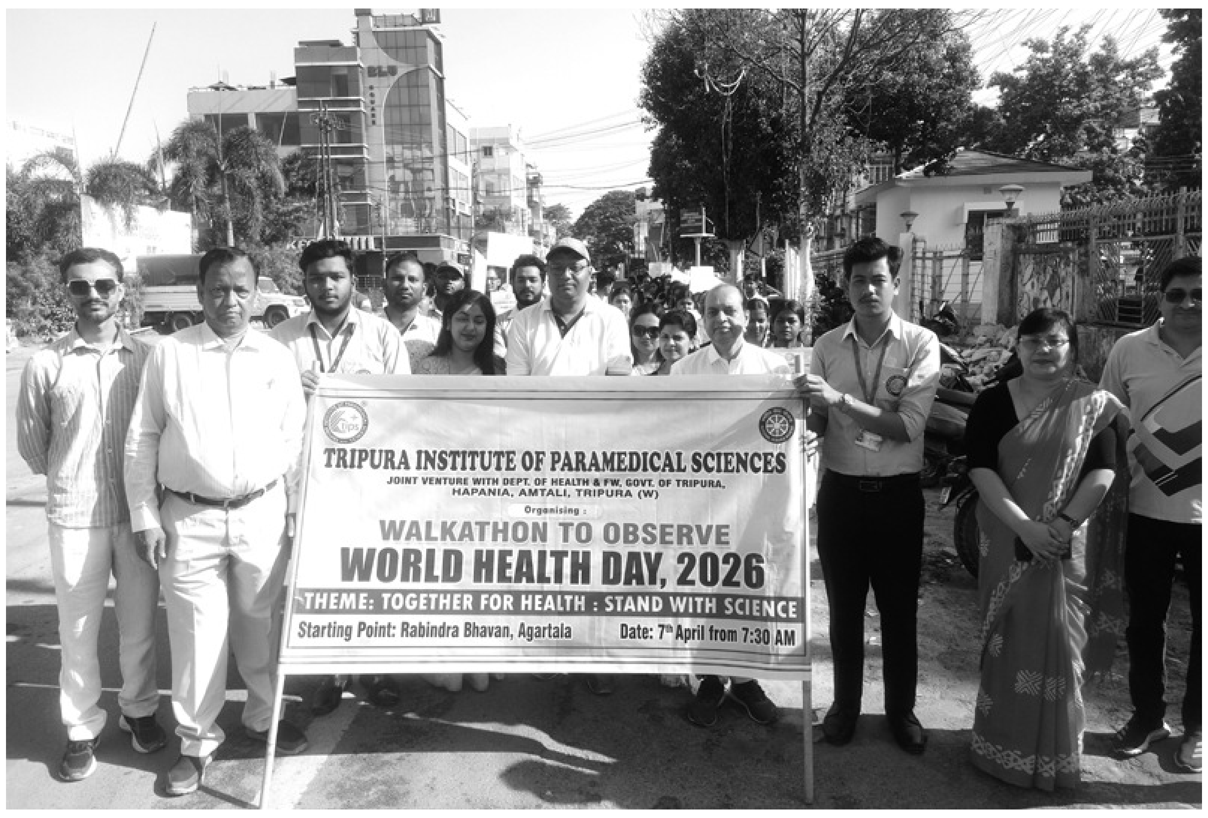

টিপসের উদ্যোগে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে র‌্যালি। ছবি নিজস্ব।

অভিনেতার মৃত্যুকে ঘিরে টলিউডে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট, শুটিং বন্ধ

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস): অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জী-র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার থেকে বাংলা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন শিল্পে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেছেন অভিনেতা ও টেকনিশিয়ানরা। শুটিং সেটে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবিতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের ভারত লক্ষ্মী স্টুডিও-এ এদিন সকালে সম্পূর্ণ স্তব্ধতা দেখা যায়। শুটিং ফ্লোরে তালা ঝুলতে দেখা যায়, কোনও প্রযুক্তিগত কাজও চলছিল না। নিরাপত্তারক্ষীরা শুটিং কবে শুরু হবে তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

টেকনিশিয়ানরা কাজে যোগ না দেওয়ায় পরিচালকরা শুটিং শুরু করতে পারেননি এবং শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সংহতি জানান। দিনের পরবর্তী সময়ে শিল্পী ও কলাকুশলীরা স্টুডিয়োতে জড়ো হয়ে প্রতিবাদে অংশ নেন এবং নৈতিক সমর্থন জানানোর কথা ছিল।

৭০ বছরের ঊর্ধ্বে শিল্পীদের ধর্মঘটে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও, তাঁদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা গেছে।

প্রয়াত অভিনেতার স্ত্রী ও অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার-ও এদিন ধর্মঘটে যোগ দেন। এছাড়া উপস্থিত থাকার কথা ছিল টলিউডের তারকা প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, দেব এবং ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস-এর।

উল্লেখ্য, গত ২৯ মার্চ ওড়িশার তালসারি সমুদ্রসৈকতে একটি টেলিভিশন সিরিয়ালের শুটিং চলাকালীন জলে নামার সময় জোয়ার এসে পড়ায় ৪২ বছর বয়সী এই অভিনেতার মৃত্যু হয়। 'ভোলে বাবা পার করেগা' সিরিয়ালের শুটিং চলাকালীন এই দুর্ঘটনা ঘটে।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা বাংলা বিনোদন জগৎ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। সহ-অভিনেতা, পরিচালক ও কলাকুশলীরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। অভিনেতা তাঁর মা, স্ত্রী ও ১৩ বছরের সন্তানকে রেখে গিয়েছেন।

একাংশ শিল্পী ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন এবং প্রতিটি শুটিং লোকেশনে অ্যাম্বুলেন্সসহ বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন।

অন্যদিকে, প্রিয়াঙ্কা সরকার কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানায় এবং ওড়িশার তালসারি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। 'মেজিক মোমেন্টস' প্রযোজনা সংস্থার পাঁচজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জী বাংলা টেলিভিশনে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ২০০৮ সালে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছবির মাধ্যমে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এরপর তুমি আসবে বলে, জুলফিকার, ব্যোমকেশ গোত্র, বিদায় ব্যোমকেশ-সহ একাধিক ছবিতে অভিনয় করেন। পাশাপাশি 'হারগৌরি পিস হোটেল' ও 'মোহনা'-র মতো ধারাবাহিকেও তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়।

সীমান্তে সংঘর্ষ, পাকিস্তানের চৌকি দখলের দাবি তালিবানের

কাবুল, ৭ এপ্রিল(আইএএনএস): পূর্ব আফগানিস্তানে সংঘর্ষের জেরে পাকিস্তানের একটি সীমান্ত চৌকি দখলের দাবি করেছে তালিবান। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, পাকিস্তানি সেনার সঙ্গে গুলিবিনিময়ের পর এই দখল ঘটে।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সীমান্ত এলাকায় তালিবান বাহিনী ও পাকিস্তানের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং এতে পাকিস্তানের পক্ষেও হতাহতের খবর মিলেছে।

এই ঘটনা এমন সময় সামনে এল, যখন পাকিস্তান ও আফগানিস্তান-এর মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। গত ছয় সপ্তাহ ধরে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে, যেখানে ড্রোন হামলা, বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটেছে।

উত্তেজনা কমাতে বর্তমানে চিনের উরুমকিতে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা চলছে। তালিবান প্রতিনিধিদল আলোচনায় অংশ নিচ্ছে এবং কূটনৈতিক পথে সমস্যার সমাধান চায় বলে জানিয়েছেন আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি।

তিনি বলেন, আফগানিস্তান শান্তিপূর্ণ সমাধান চাইলেও নিজেদের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার অধিকার বজায় রাখবে।

অন্যদিকে, খোস্ত প্রদেশের তানি জেলায় পাকিস্তানি সেনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। সংঘর্ষের জেরে বহু বাসিন্দা এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন বলেও খবর।

এরই মধ্যে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তান-আফগানিস্তান শান্তি জিরগা'-য় অংশগ্রহণকারীরা দুই দেশকে অবিলম্বে সংঘর্ষ বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে দুই দেশের সাধারণ মানুষের উপর তার গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ: নির্বাচন কমিশনকে তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী মঙ্গলবার ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশন-র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। বিশেষ করে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' কর্মসূচিতে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নামও বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার তিনটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মিশনারিজ অফ চ্যারিটি-র সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৩০০ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি শুনে দুঃখ পেয়েছেন। পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন-এর সন্ন্যাসীরাও এই প্রক্রিয়া থেকে রেহাই পাননি বলেও দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণির জনসংখ্যা বেশি এমন জেলাগুলিকেই বিশেষভাবে টার্গেট করা হয়েছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলায় সবচেয়ে বেশি নাম বাদ পড়েছে বলে দাবি তাঁর।

তিনি আরও বলেন, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমায় মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের টার্গেট করা হয়েছে। নদিয়ার চাকদহ ও হরিণঘাটা এবং উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় ব্যাপক হারে নাম বাদ পড়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি।

এছাড়াও, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কবাদী)-এর বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে গোপন সমঝোতার অভিযোগ তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, সিপিআই(এম) জানে তারা জিততে পারবে না, তাই বিরোধী ভোট ভাগ করে বিজেপিকে জেতানোর চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শূন্য হয়ে যাওয়ার পরও সিপিআই(এম) বড় বড় কথা বলছে এবং এবারও তাদের শূন্যে নামিয়ে আনা উচিত।

একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাদের পাশে দাঁড়াবে তৃণমূল কংগ্রেস এবং অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ভোটাধিকার ফিরে পেতে সবরকম সহায়তা করা হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের মূল লক্ষ্যই হল বাছাই করে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া। তবে তিনি স্পষ্ট জানান, এই প্রচেষ্টা সফল হতে দেওয়া হবে না।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণের আগে ১৫২টি আসনে মোট ১,৫৮৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-র দফতরের এক সূত্র মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছে।সোমবার ছিল প্রথম দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। যদিও একাধিক প্রার্থী একাধিক মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় মোট মনোনয়নপত্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৩০৪টি।সিইও দফতরের সূত্র জানায়, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী একজন প্রার্থী একাধিক মনোনয়ন জমা দিতে পারেন এবং একাধিক কেন্দ্র থেকেও লড়তে পারেন। তবে ৯ এপ্রিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত এই সংখ্যায় পরিবর্তন আসতে পারে।

প্রথম দফার মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এবারে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি কেন্দ্রে সর্বাধিক ২৩টি মনোনয়ন জমা পড়েছে। এরপর রয়েছে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে ১৮টি এবং কোচবিহার (দক্ষিণ) কেন্দ্রে ১৬টি মনোনয়ন।অন্যদিকে, সবচেয়ে কম মনোনয়ন জমা পড়েছে বাঁকুড়া জেলার সালতোড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা কেন্দ্রেএই তিন কেন্দ্রে মাত্র ৬ জন করে প্রার্থী লড়ছেন।উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার এই ১৫২টি কেন্দ্রে মোট ১,০৬২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে ২৯ এপ্রিল, যেখানে বাকি ১৩২টি কেন্দ্রে ভোট হবে। নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হবে ৪ মে।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় বিচারিক যাচাই পর্ব শেষ হওয়ার পর প্রায় ৯১ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে বলে অনুমান করছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-র দফতর সূত্রে জানা গেছে, মোট ৬০,০৬,৬৭৫টি মামলার মধ্যে ৫৯,৮৪,৫১২টির বিচারিক যাচাই সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিচারিক আধিকারিকদের ই-স্বাক্ষরও সম্পন্ন হয়েছে।

এই ৫৯,৮৪,৫১২টি মামলার মধ্যে ২৭,১৬,৩৯৩ জন ভোটারকে "এক্সক্লুডেবল" বা বাদযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে মোট বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯০,৮৩,৩৪৫।

তবে এখনও ২২,১৬৩টি মামলায় বিচারিক আধিকারিকদের ই-স্বাক্ষর বাকি রয়েছে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা আরও কিছুটা বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বর মাসে এসআইআর বিজ্ঞপ্তি জারির আগে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭,৬৬,৩৭,৫২৯। ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় ৫৮,২০,৮৯৯টি নাম বাদ পড়ে। পরে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩,৬৬,৯৫২।

সিইও দফতরের এক আধিকারিক জানান, বিচারিক যাচাই প্রক্রিয়ায় বাদযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত ২৭,১৬,৩৯৩টি নাম যুক্ত হওয়ায় মোট বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৯১ লক্ষে পৌঁছেছে।

তবে যেসব ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের জন্য আপিলের সুযোগ রাখা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে গঠিত ১৯টি আপিল ট্রাইব্যুনালের যে কোনও একটিতে আবেদন করা যাবে।

জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্বাধিক ৪,৫৫,১৩৭টি নাম বাদ পড়েছে। এরপর রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা (৩,২৫,৬৬৬) এবং মালদা (২,৩৯,৩৭৫)।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে দুই দফায়২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল। ফল ঘোষণা করা হবে ৪ মে।

'সম্মানের ভয়ে' নাবালিকাকে খুন গোপনে গয়ায় দেহ দাহগ্রেফতার ২

রাঁচি, ৭ এপ্রিল(আইএএনএস): 'সামাজিক লজ্জা' ঢাকতে নাবালিকা খুনের চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এল ঝাড়খণ্ডে। রাঁচি পুলিশের তদন্তে জানা গেছে, এক ব্যক্তি ও তাঁর ছেলে মিলে ওই নাবালিকাকে খুন করে দেহ গোপনে গয়া নিয়ে গিয়ে দাহ করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাঁচির রাতু থানার অন্তর্গত এলাকায় বসবাসকারী অভিযুক্ত সুবোধ পাঠক প্রায় আট বছর আগে দরিদ্র পরিবারের ওই নাবালিকাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে লালন-পালন করছিলেন। কয়েকদিন আগে হঠাৎ তার নিখোঁজ হওয়া নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়।

প্রতিবেশীরা প্রশ্ন তুললেও পরিবার সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি। ২ এপ্রিল রাতে স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে।

প্রথমে নিখোঁজের মামলা হিসেবে শুরু হলেও তদন্তে খুনের ঘটনা সামনে আসে। ফরেনসিক দল নিয়ে বাড়িতে তল্লাশি চালানো হলেও প্রথমে বিশেষ কিছু মেলেনি। পরে এফআইআর দায়ের করে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়।

প্রযুক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে সুবোধ পাঠক ও তাঁর ছেলে রাহুল পাঠককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদে নামানো হয়। দীর্ঘ জেরায় তারা খুনের কথা স্বীকার করে।

অভিযুক্তদের দাবি, নাবালিকার সঙ্গে রাহুলের দুলাভাইয়ের ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হওয়ায় 'লোকলজ্জার' ভয়ে তারা এই পরিকল্পনা করে খুন করে।

পুলিশ জানায়, খুনের পর দেহ একটি ভাড়া করা অ্যাম্বুলেন্সে করে গয়ায় নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়। অ্যাম্বুলেন্স চালক পিন্টু কুমার সিংকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, অভিযুক্তরা তাকে বলেছিল তাদের ১৩ বছরের মেয়ে মারা গেছে।

ঘটনায় ব্যবহৃত অ্যাম্বুলেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং অভিযুক্তদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

এই ঘটনায় সুবোধ পাঠক ও রাহুল পাঠককে গ্রেফতার করে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনার ক্রম আরও স্পষ্ট করতে তদন্ত চলছে। এই নৃশংস ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

উপর অসমে বিজেপির ঘাঁটি ভাঙতে 'তজি' ভরসা কংগ্রেস জোটের

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল(আইএএনএস): উপর অসমে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের শক্ত ঘাঁটি ভাঙতে এবার 'তজি' ফ্যাক্টরের উপর ভরসা রাখছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই তিন গগৈ নেতাকে সামনে রেখেই ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে বিরোধী শিবির।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট উপর অসমের ৫৬টির মধ্যে ৪১টি আসনে জয় পেয়েছিল। তবে ২০২৩ সালের সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর বদলে গিয়েছে নির্বাচনী মানচিত্র। মুসলিম প্রভাবিত আসনের সংখ্যা কিছুটা কমেছে বলে মনে করা হচ্ছে, যা শাসক জোটের পক্ষে যেতে পারে।

নতুন সীমানা অনুযায়ী এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে অসমে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভালো ফলের ভিত্তিতে আত্মবিশ্বাসী। তবে বিরোধীরা অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি ও স্থানীয় সমীকরণের উপর ভরসা রাখছে।

ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, যোরহাট, শিবসাগর, গোলাঘাট, লক্ষিমপুর, ধেমাজি, মাজুলি, চরাইদেও ও বিশ্বনাথএই ১০টি জেলা নিয়ে গঠিত উপর অসম, যা চা শিল্প ও আহোম সংস্কৃতির জন্য বিশেষ পরিচিত।

এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস একটি ছয় দলীয় জোট গড়ে তুলেছে, যার কেন্দ্রে রয়েছে 'তজি' গৌরব গগৈ, অখিল গগৈ এবং লুরিনজ্যোতি গগৈ। এই তিন নেতাকেই উপর অসমে বিরোধী শক্তির মুখ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

যোরহাটের সাংসদ গৌরব গগৈ ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির তপন কুমার গগৈকে ১.৪ লক্ষের বেশি ভোটে পরাজিত করে গুরুত্ব পান। এবার তিনি যোরহাট বিধানসভা আসনে লড়ছেন, যেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অভিজ্ঞ নেতা হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

অন্যদিকে, কৃষক নেতা ও আরটিআই কর্মী হিসেবে পরিচিত অখিল গগৈ ২০২১ সালে শিবসাগর আসনে প্রায় ১২ হাজার ভোটে জয়ী হন, তখন তিনি জেলবন্দি ছিলেন। তাঁর দল রাইজোর ডাল বর্তমানে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ।

লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ, যিনি আসাম জাতীয় পরিষদ-এর সভাপতি, তিনিও এই জোটের গুরুত্বপূর্ণ মুখ। তিনি ডিব্রুগড় জেলার খোয়াং আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এছাড়াও তিনসুকিয়া ও লক্ষিমপুরের মতো আসনগুলিতেও নজর দিয়েছে বিরোধীরা। এই আসনগুলিতে ফলাফল উপর অসমের চূড়ান্ত চিত্র নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

যদিও বিজেপির শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো ও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এখনও শাসক জোটকে এগিয়ে রাখছে, তবুও 'তজি' ফ্যাক্টরকে সামনে রেখে লড়াই জমাতে মরিয়া কংগ্রেস জোট।

গৌতম মেননের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির মামলা খারিজ মাদ্রাজ হাইকোর্টে

চেন্নাই, ৭ এপ্রিল(আইএএনএস): চলচ্চিত্র নির্মাতা গৌতম বাসুদেব মেনন-এর বিরুদ্ধে আয়কর ফাঁকির অভিযোগে দায়ের করা ফৌজদারি মামলা খারিজ করে দিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট।

বিচারপতি জি.কে. ইলন্থিরাইয়ান এই মামলায় মেননে দায়ের করা কোয়াশ পিটিশন মঞ্জুর করেন। তবে আদালত স্পষ্ট করে জানায়, এই রেহাই শুধুমাত্র মেননের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্যসংস্থার অন্যান্য পরিচালকদের বিরুদ্ধে মামলা আইন অনুযায়ী চলবে।

মামলাটি ছিল ফোটন কথাস প্রোডাকশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার বিরুদ্ধে, যারা ২০১৩-১৪ মূল্যায়ন বছরে আয়কর রিটার্ন জমা দেয়নি বলে অভিযোগ।

আয়কর দফতর এই মামলায় আয়কর আইনের ২৭৬সি ধারায় মামলা দায়ের করেছিল, যা ইচ্ছাকৃত কর ফাঁকির সঙ্গে সম্পর্কিত।

শুনানির সময় মেননের আইনজীবী জানান, তিনি সংশ্লিষ্ট সময়ে সংস্থার পরিচালক ছিলেন না। তিনি ২০১০ সালের ১ জুন পরিচালক হিসেবে যোগ দিলেও ২০১১ সালের ২ মে পদত্যাগ করেন।প্রতিরক্ষা পক্ষ আদালতে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজে জমা দেওয়া ফর্ম ৩২ পেশ করে, যেখানে তাঁর পদত্যাগের তথ্য নথিভুক্ত রয়েছে।

উল্লেখ্য, অভিযোগের সময়কাল ছিল ২০১২-১৩ অর্থবর্ষ, যা মেননের পদত্যাগের প্রায় এক বছর পরের ঘটনা।নথি পর্যালোচনাকরে আদালত এই যুক্তি মেনে নেয় এবং জানায়, ওই সময়ে সংস্থার সঙ্গে মেননের কোনও যোগ না থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালানো যুক্তিযুক্ত নয়।এদিকে আদালত চেন্নাইয়ের এগমোরে অর্থনৈতিক অপরাধ সংক্রান্ত অতিরিক্ত জেলা আদালতকে নির্দেশ দিয়েছে, বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচার দ্রুত শেষ করে তিন মাসের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করতে।

পাঞ্জাবে আইএসআই-সমর্থিত জঙ্গি চক্র ভাঙল পুলিশ, গ্রেফতার ৩

চণ্ডীগড়, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস): বড়সড় সাফল্য পেল পাঞ্জাব পুলিশ। পাঞ্জাব পুলিশ-এর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স শাখা আইএসআই-সমর্থিত একটি জঙ্গি চক্র ভেঙে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রটি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর মদতে পরিচালিত হচ্ছিল। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি আর্জেস হ্যান্ড গ্রেনেড এবং একটি বিদেশি তৈরি গ্লক পিস্তল উদ্ধার হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়া তিনজন হলেন সরবজিত সিং, বিক্রমজিৎ সিং এবং অমরদীপ সিংতারা যথাক্রমে তারনতারন ও অমৃতসর জেলার বাসিন্দা।

পাঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি গৌরব যাদব জানান, উদ্ধার হওয়া গ্রেনেডগুলিতে পাকিস্তান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির চিহ্ন রয়েছে, যা আন্তঃসীমান্ত যোগসূত্রের ইঙ্গিত দেয়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই জঙ্গি চক্রটি একাধিক রাজ্যে পুলিশ স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্য করে হামলার পরিকল্পনা করছিল, যা সময়মতো রুখে দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ অভিযান চালিয়ে সরবজিত ও অমরদীপকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে উঠে আসে, এই চক্রের মূল যোগসূত্র বিক্রমজিৎ সিং গুজরাটের দিসা থেকে কাজ করছিল। পরে গুজরাট এটিএস-এর সহযোগিতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশের দাবি, ধৃতরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানি গোয়েন্দা অপারেটিভদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল এবং তাদের নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় গ্রেনেড হামলার পরিকল্পনা করছিল।

এই ঘটনায় অমৃতসরে বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, অস্ত্র আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের, সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল(আইএএনএস): ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর মঙ্গলবার সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের বিদেশমন্ত্রী ডেনজিল এল ডগলাস-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে উন্নয়নমূলক প্রকল্প, স্বাস্থ্য সহযোগিতা, ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের বিদেশমন্ত্রী ছাড়াও ডেনজিল ডগলাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শিল্প, বাণিজ্য ও ভোক্তা বিষয়ক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ দপ্তরের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। বৈঠকে দুই দেশের মন্ত্রী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয় নিয়েও মতবিনিময় করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় জয়শঙ্কর জানান, ডেনজিল ডগলাসকে আতিথ্য জানাতে পেরে তিনি আনন্দিত এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, এই সফর দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সফরকালে ভারতে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের হাইকমিশন উদ্বোধনও করা হবে।

উল্লেখ্য, ভারত ও সেন্ট কিটস এবং নেভিস-এর মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ২০০৭ সালের জুলাই মাসে দুই দেশ বিদেশ দফতরের স্তরে পরামর্শ প্রক্রিয়া জোরদার করতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।

ভারত কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ায় ভারতীয় নাগরিকদের সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসে প্রবেশের জন্য ভিসার প্রয়োজন হয় না। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও এই দেশটি সাধারণত ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করে বলে বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গাড়ি দেখলেই পথ কুকুর তাড়া করে কেন

প্রতিটি পথ কুকুর বা তাদের দলের নির্দিষ্ট একটি এলাকা থাকে। যেখানে তারা বড় হয়। ওদের কাছে একটি দ্রুতগামী গাড়ি বা অপরিচিত শব্দ আসলে একজন 'অনুপ্রবেশকারী'। ওরা মনে করে, চিৎকার করে বা তাড়া করে এই আপদকে বিদায় করতে পারলেই ওদের এলাকাটি সুরক্ষিত থাকবে। যখন গাড়িটি এলাকা ছেড়ে চলে যায়, ওরা ভাবে ওরাই জয়ী হয়েছে। এই আত্মবিশ্বাস থেকেই বারবার তারা এই কাজ করে থাকে।

শহরের রাজপথ হোক বা গলির মোড়গাড়ির আওয়াজ পেলেই একদল পথকুকুর তেড়ে আসা অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য। অনেকে ভয়ে সিঁটিয়ে যান, কেউ কেউ আবার বিরক্ত হয়ে ঢিল ছোঁড়েন। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন, কেন এরা চলন্ত চাকার পিছনে নিজেদের জীবন বাজি রেখে ছোটে? কেন ওই চারপেয়ে প্রাণীগুলোর মনে গাড়ির প্রতি এত ক্ষোভ বা কৌতূহল? বিজ্ঞান বলছে, এই আচরণের আড়ালে লুকিয়ে আছে ওদের একাকীত্ব, লড়াই এবং বিবর্তনের এক দীর্ঘ ইতিহাস। প্রতিটি পথ কুকুর বা তাদের দলের নির্দিষ্ট একটি এলাকা থাকে। যেখানে তারা বড় হয়। ওদের কাছে একটি দ্রুতগামী গাড়ি বা অপরিচিত শব্দ আসলে একজন 'অনুপ্রবেশকারী'। ওরা মনে করে, চিৎকার করে বা তাড়া করে এই আপদকে বিদায় করতে পারলেই ওদের এলাকাটি সুরক্ষিত থাকবে। যখন গাড়িটি এলাকা ছেড়ে চলে যায়, ওরা ভাবে ওরাই জয়ী হয়েছে। এই আত্মবিশ্বাস থেকেই বারবার তারা এই কাজ করে থাকে।

শিকারি সত্তা:- কুকুরদের পূর্বপুরুষ ছিল নেকড়ে। তাদের রক্তে আজও বয়ে চলে শিকারি প্রবৃত্তি। যখনই কোনও বস্তু তাদের চোখের সামনে দিয়ে তীব্র গতিতে চলে যায়, তখন তাদের মস্তিষ্কের 'প্রে ড্রাইভ' বা ধাওয়া করার সহজাত ইচ্ছা জেগে ওঠে। গাড়িটিকে তারা শত্রু বা শিকার ভেবে তাড়া করে। এটি শুধু আক্রমণ নয়, বরং হাজার বছরের পুরনো এক বিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য। অতীতের কোনও ক্ষত বা দুর্ঘটনা: অনেক সময় এই তাড়া করার পিছনে লুকিয়ে থাকে গভীর কোনও ট্রমা। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যেসব কুকুর বা তাদের সন্তান আগে কোনও গাড়ির ধাক্কায় চোট পেয়েছে, তারা চিরকাল গাড়ির চাকা বা আওয়াজকে শত্রু মনে করে। সেই আতঙ্ক থেকেই তারা গাড়ি দেখলেই তেড়ে যায়। আসলে ওটা আক্রমণের চেয়েও বেশি আত্মরক্ষার চেষ্টা।

একঘেয়েমি ও একাকীত্ব:- পথ কুকুরদের জীবন কাটে চরম অনিশ্চয়তায়। সারাদিন অলসভাবে বসে থাকা বা খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ানোর মাঝে চলন্ত গাড়ি ওদের কাছে এক ধরণের 'উত্তেজনা' বা 'খেলা'র মতো। শরীরে জমে থাকা এনার্জি বের করার জন্য ওরা এই দৌড়ঝাঁপকে বেছে নেয়। পথ কুকুরদের এই আচরণ অনেকের কাছে ভয়ের মনে হলেও, ওদের কাছে এটি অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। তাই এদের প্রতি রুক্ষ না হয়ে বরং ধৈর্য ধরলে এবং গাড়ির গতি কিছুটা কমিয়ে দিলে দেখা যায় ওরা শান্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। অবলা প্রাণীর ভাষাহীন যন্ত্রণাকে বুঝতে পারাটাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ মানবিকতা।

বিয়ের পর মেয়েদের ওজন বাড়ার কারণ

বিয়ের পর নারীর শরীরে ওজন বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। তবে এর পেছনে শুধু একটি নয়, বরং একাধিক শারীরিক, মানসিক ও জীবনযাপনগত কারণ কাজ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিয়ের পর জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, ঘুম, মানসিক চাপ এবং শারীরিক কার্যকলাপের পরিবর্তন নারীদের ওজন বাড়ার অন্যতম কারণ হতে পারে। নিচে তুলে ধরা হলো বিয়ের পর নারীদের ওজন বৃদ্ধির ১০টি সম্ভাব্য কারণ: ১. মেদ জমার ঝুঁকি বাড়ে। ৪. রুচি ও খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন- নতুন পরিবার, নতুন পরিবেশ এবং জীবনসঙ্গীর পছন্দের সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে অনেক সময় নিজের খাদ্যাভ্যাস বদলে যায়। এতে স্বাস্থ্যকর খাবারের বদলে তেল-চর্বিযুক্ত বা বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবারের পরিমাণ বেড়ে গেলে ওজনও দ্রুত বাড়তে পারে। ৫. বাইরে খাওয়ার প্রবণতা- নবদম্পতিরা অনেক সময় ঘরোয়া খাবারের চেয়ে রেস্তোরাঁ, ফাস্টফুড ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের চাপ- বিয়ের পর আত্মীয়- স্বজনের নিমন্ত্রণ, দাওয়াত, পারিবারিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন সামাজিক আয়োজনে অংশগ্রহণ বেড়ে যায়। এসব অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়ার কারণে শরীরে বাড়তি ক্যালরি জমে ওজন বাড়তে পারে। ৯. শারীরিক সক্রিয়তা কমে যাওয়া- বিয়ের আগে পড়াশোনা, চাকরি, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো বা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে অনেকে বেশি চলাফেরা করেন।

হরমোনের পরিবর্তন- বিয়ের পর অনেক নারীর দৈনন্দিন জীবন ও রুটিনে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। এর প্রভাবে শরীরের হরমোন নিঃসরণেও পরিবর্তন ঘটতে পারে। এই হরমোনগত ওঠানামার কারণে শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমে ওজন বাড়তে শুরু করে।

২. নিজের প্রতি যত্নে গাফিলতি- বিয়ের আগে অনেকে শরীর ঠিক রাখতে খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামে সচেতন থাকেন। কিন্তু বিয়ের পর সংসার, দায়িত্ব ও নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে সেই যত্নে ভাটা পড়ে। ফলে অনিয়মিত খাবার, জাঙ্ক ফুড ও কম শারীরিক পরিশ্রমের কারণে ওজন বাড়তে পারে। ৩. ঘুমের ঘাটতি- বিয়ের পর ঘুমের সময়সূচি ও অভ্যাসে পরিবর্তন আসে অনেকের। রাত জাগা, পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব এবং অনিয়মিত ঘুম হজমে সমস্যা তৈরি করতে পারে। এর ফলেও শরীরে বাড়তি বা স্ন্যাক্স জাতীয় খাবার বেশি পছন্দ করেন। এই ধরনের খাবারে সাধারণত ক্যালরি, তেল, চিনি ও লবণের পরিমাণ বেশি থাকে, যা ওজন বাড়াতে ভূমিকা রাখে।

৬. বয়সজনিত প্রভাব- বর্তমানে অনেক নারীর বিয়ের গড় বয়স ২৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। এই বয়সের পর শরীরের বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজম) কিছুটা ধীর হয়ে যেতে পারে। ফলে আগের মতোই খাবার খেলেও শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমার সম্ভাবনা থাকে।

৭. মানসিক চাপ বা স্ট্রেস- বিয়ের পর নতুন পরিবারে মানিয়ে নেওয়া, দায়িত্ব বেড়ে যাওয়া, সম্পর্কের সমন্বয়-এসব কারণে অনেক নারী মানসিক চাপে থাকেন। স্ট্রেসের প্রভাবে অনেকের খাবারের পরিমাণ বেড়ে যায় বা অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়, যা ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। ৮. সামাজিক কিন্তু বিয়ের পর অনেকের জীবন তুলনামূলক ঘরকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। টিভি দেখা, মোবাইল ব্যবহার বা দীর্ঘ সময় বসে থাকার অভ্যাসও ওজন বৃদ্ধির পেছনে ভূমিকা রাখে।

১০. গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মের পর পরিবর্তন- বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে অনেক দম্পতি সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। গর্ভাবস্থায় ওজন বাড়া স্বাভাবিক হলেও সন্তান জন্মের পর অনেক নারী ওজন কমানোর দিকে নিয়মিত মনোযোগ দিতে পারেন না। ফলে গর্ভাবস্থার বাড়তি মেদ স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিয়ের পর ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে কিছু বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি- নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম, জাঙ্ক ফুড কম খাওয়া, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাদ্যাভ্যাস,সন্তান জন্মের পর ধীরে ধীরে ফিটনেস রুটিনে ফেরা।

এসি ছাড়াই ঘর থাকবে হিমশীতল গরমে

তীব্র গরমে হাঁসফাঁস দশা? এসি চালিয়েও ঘর ঠান্ডা হচ্ছে না? জানুন এমন ৮টি সহজ ও কার্যকর ঘরোয়া উপায়, যা কোনো কৃত্রিম যন্ত্র ছাড়াই আপনার অন্দরমহলকে রাখবে শীতল ও আরামদায়ক। বাইরের লু বা গরম হাওয়া আটকাতে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ রাখুন।

বাইরের লু বা গরম হাওয়া আটকাতে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ রাখুন। এতে বাইরের উত্তাপ ভেতরে ঢুকতে পারে না এবং ঘর দীর্ঘক্ষণ শীতল থাকে। সূর্যের চড়া রোদ আটকাতে জানলায় গাঢ় রঙের বা ব্ল্যাকআউট পর্দা ব্যবহার করুন। খসখস বা পাটের তৈরি পর্দা তাপ শোষণে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে।

সূর্যাস্তের পর বাইরের তাপমাত্রা কমলে সব জানলা খুলে দিন যাতে গুমোট হাওয়া বেরিয়ে যায়। এই ক্রস ভেন্টিলেশনের ফলে রাতের বেলা আপনার অন্দরমহল দ্রুত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে দেখা যাবে।

অ্যালোভেরা বা স্নেক প্ল্যান্টের মতো গাছ ঘরের বাতাসকে প্রাকৃতিকভাবেই পরিশুদ্ধ ও শীতল রাখে। এই গাছগুলো পরিবেশের অতিরিক্ত তাপ শুষে নিয়ে ঘরের আর্দতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। বাড়ির ছাদের ওপর সাদা রিফ্লেক্টিভ পেইন্ট বা চুনকাম করলে তা সূর্যের রশ্মিকে প্রতিফলিত করে দেয়। এর ফলে ছাদ কম উত্তপ্ত হয় এবং নীচের ঘরের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি কমে গিয়েছে।

সাধারণ বাল্ব প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে ঘরকে গরম করে তোলে, তাই আজই সেগুলো বদলে ফেলুন। আধুনিক এলইডি লাইট একদিকে যেমন ঘরকে ঠান্ডা রাখে, তেমনই এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ও হয় অনেক। চড়া রোদে মেঝের তাপমাত্রা কমাতে দিনে অন্তত দু'বার শীতল জল দিয়ে ঘর মুছে নিন। ঠান্ডা জল দিয়ে মেঝে মুছলে ঘরের গুমোট ভাব নিমেষেই কেটে গিয়ে আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি হয়। দিনের বেলা উনুন বা ওভেনের ব্যবহার যতটা সম্ভব কমিয়ে দিন এবং একজস্ট ফ্যান চালু রাখুন। রান্নাঘরের গরম বাতাস দ্রুত বের করে দিলে আপনার সারা ঘর ঠান্ডা রাখা অনেক সহজ হবে।

৭টি গাছ মশা ও পতঙ্গ তাড়াতে দারুণ কার্যকর

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতে মশা, মাছি এবং পতঙ্গের মতো পোকামাকড়ের উপদ্রব বেশ বেড়ে যায়, যা সামলানো রীতিমতো একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আপনি কি জানেন, এমন ৭টি গাছ আছে যা বাড়িতে লাগালে এই সমস্ত পোকামাকড় আপনার থেকে শত হস্ত দূরে থাকবে? চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই বিশেষ গাছগুলি সম্পর্কে।

জোয়ান গাছের তীব্র গন্ধ মশা এবং ছোট পোকামাকড় দূরে রাখতে সাহায্য করে। এটি বাড়িতে লাগানো খুব সহজ এবং স্বাস্থ্যের জন্যও এটি অত্যন্ত উপকারী।

রসুনের উগ্র গন্ধ মশা ও পতঙ্গ তাড়াতে দারুণ কার্যকর। এটি একটি প্রাকৃতিক কীটনাশক হিসেবে কাজ করে এবং খুব সহজেই টবে বা বাগানে চাষ করা যায়। রোজমেরি একটি ভেষজ উদ্ভিদ যার কড়া সুগন্ধ মশা তাড়াতে সাহায্য করে। রান্নায় স্বাদ বাড়ানো ছাড়াও এটি চুলের যত্নে খুব উপকারী। অল্প যত্নেই এই গাছ দীর্ঘ সময় সতেজ থাকে।

গাঁদা ফুলের তীব্র গন্ধ মশা, মাছি এবং অন্যান্য পোকামাকড়কে দূরে রাখে। আপনি আপনার বারান্দা বা বাগানে সহজেই এটি লাগাতে পারেন। এর ফুল পুজো এবং ঘর সাজানোর কাজেও লাগে।

ল্যাভেন্ডার তার চমৎকার সুগন্ধের জন্য পরিচিত। মানুষের কাছে এই গন্ধ প্রিয় হলেও মশা ও পতঙ্গরা এটি একেবারেই পছন্দ করে না। এটি ঘর সাজাতেও ব্যবহার করা যায়। সর্পগন্ধা একটি ওষধি গাছ যা মশা এবং ছোট কিটপতঙ্গ দূরে রাখতে সাহায্য করে। এর তীব্র গন্ধ মশাদের ধারেকাছে ঘেষতে দেয় না এবং বাড়ির পরিবেশ শুদ্ধ রাখে। লেমন গ্রাসে "সিট্রোনেলা" নামক উপাদান থাকে, যা মশা তাড়াতে অত্যন্ত কার্যকরী। এটি বাড়িতে লাগালে পরিবেশ সতেজ থাকে এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব কমে। এই গাছের রক্ষণাবেক্ষণও খুব সহজ।

হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি থেকে বাঁচতে করণীয়

প্রচণ্ড গরমে শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ করে ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার বেশি হয়ে গেলে এবং শরীর ঘাম দিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে হিটস্ট্রোক হতে পারে। এতে মস্তিষ্কসহ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

চিকিৎসকদের মতে, কিছু মানুষ হিটস্ট্রোকে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। এর মধ্যে রয়েছে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি, রোদে কাজ করা শ্রমজীবী মানুষ, ডায়াবেটিস বা হৃদরোগে আক্রান্ত রোগী এবং যারা দীর্ঘ সময় খোলা রোদে থাকেন।

হিটস্ট্রোক হলে কয়েকটি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমনমাথা ঘোরা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, শরীর অস্বাভাবিক গরম হয়ে যাওয়া, ঘাম কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব এবং দ্রুত হৃদস্পন্দন।

গরমে সুস্থ থাকতে নিয়মিত পানি পান করা জরুরি। তৃষ্ণা লাগার আগেই পানি পান করা ভালো। প্রয়োজনে ওআরএস বা লবণ-চিনি মিশ্রিত পানিও খাওয়া যেতে পারে।

দুপুর ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সরাসরি রোদ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। বাইরে বের হলে ছাতা বা টুপি ব্যবহার করা উচিত। হালকা রঙের ঢিলেঢালা সুতির পোশাক শরীর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে।

দীর্ঘ সময় রোদে থাকলে মাঝে মাঝে ছায়া বা ঠান্ডা জায়গায় বিশ্রাম নেওয়া এবং অতিরিক্ত ভারী কাজ এড়িয়ে চলাও গুরুত্বপূর্ণ।

হিটস্ট্রোক হলে কী করবেন কেউ হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তাকে দ্রুত ঠান্ডা স্থানে নিয়ে যেতে হবে। কাপড় ঢিলা করে দিয়ে শরীরে ঠান্ডা পানি দেওয়া বা ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছে দিতে হবে। এরপর যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের কাছে নেওয়া জরুরি।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটু সচেতন থাকলেই হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটা কমানো সম্ভব। তাই তীব্র গরমে পর্যাপ্ত পানি পান করুন এবং প্রয়োজন ছাড়া খোলা রোদে বের হওয়া এড়িয়ে চলুন।

'গ্লু গান'-এ জোড়া লাগবে ভাঙা হাড়

অস্ট্রেলিয়ার একদল গবেষক তৈরি করেছেন বিশেষ ধরনের জৈব আঠা এবং সেটি প্রয়োগের জন্য উদ্ভাবন করেছেন থ্রি-ডি প্রিন্টিং কলমসদৃশ একটি যন্ত্র, যার নাম 'বায়োপেন'। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ভাঙা হাড়ের স্থানে বিশেষ জেল বা আঠা প্রয়োগ করা হয়। পরে সেখানে অতিবেগুনি রশ্মি বা বিশেষ আলো ফেললে আঠাটি দ্রুত শক্ত হয়ে হাড়ের মতো দৃঢ় কাঠামো তৈরি করে।

গবেষকদের দাবি, এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে ভাঙা হাড় দ্রুত জোড়া লাগতে পারে এবং রোগীকে দীর্ঘদিন প্লাস্টার বা জটিল ধাতব যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভর করতে নাও হতে পারে। বিশেষ করে অপারেশনের সময় চিকিৎসকেরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত অংশে এই আঠা প্রয়োগ করে আরও নিখুঁতভাবে হাড় স্থির করতে পারবেন।

বর্তমানে হাড় ভাঙার চিকিৎসায় প্লাস্টার, ধাতব পাত, স্ক্রু বা অস্ত্রোপচার সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, নতুন এই প্রযুক্তি চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

চিকিৎসা প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির এই সময়ে 'বায়োপেন' ভবিষ্যতে অর্থোপেডিক চিকিৎসায় বড় ধরনের বিপ্লব ঘটাতে পারে। বিজ্ঞানীদের আশা, একদিন হয়তো প্লাস্টার করা বিষয়টি কেবল চিকিৎসা ইতিহাসের অংশ হয়েই জাদুঘরে স্থান পাবে।

স্ক্রোলিং ছেড়ে উল-কাঁটায় মজেছে জেন জি

স্মার্টফোনের স্ক্রিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুঁদ হয়ে থাকা এখন অতীত। ডুমস্ক্রোলিং বা ইনফিনিটি স্ক্রোলিংয়ের যুগ প্রায় শেষ। তরুণ প্রজন্ম এখন থিতু হতে চাইছে পুরোনো দিনের অভ্যাসে। জেন জি এখন ঘর সাজানো, উল বোনা কিংবা রান্নাবান্নার কাজেই বেশি মেতে উঠেছে। এক সময়ে যে কাজগুলোকে সেকেলে বলে মনে করা হতো, এখন সেগুলোই হয়ে উঠেছে আধুনিক ও 'কুল'। এই নতুন প্রবণতাকে জেন জি নাম দিয়েছে 'গ্র্যানিকোর'। পুরোনো দিনের ছন্দে নতুন প্রজন্ম বেসরকারি সংস্থা ইভেন্টব্রাইটের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বেকিং এবং বিঙ্গো খেলার জনপ্রিয়তা ব্যাপক ভাবে বাড়ছে। ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ব্রিটেনে ফুল দিয়ে ঘর সাজানোর ক্লাসে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় চার গুণ বেড়েছে। আমেরিকায় পাজল বা ধাঁধা সমাধানের প্রতিযোগিতাও আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকী পাখি দেখার শখ এখন তরুণীদের কাছে সব থেকে ট্রেন্ডি অভ্যাস। ২০১৮ সালে ব্রিটেনে তরুণ পাখি প্রেমীর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার, যা ২০২৬ সালের শুরুতে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষ ৫০ হাজারে। তরুণরা এখন শুধু বিনোদন নয়, ফ্যাশন এবং ঘর সাজানোর ক্ষেত্রেও ঠাকুমাদের আমলের ফ্লোরাল প্রিন্ট পছন্দ করছে।

কেন হঠাৎ পুরনো দিনেই ফিরতে চাইছে জেন জি ?

বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, বর্তমান তরুণ প্রজন্ম নস্টালজিয়া বা পুরোনো স্মৃতির রোমন্থন করতে খুবই ভালোবাসে। মনস্তত্ত্ববিদরা একে বলছেন 'অ্যানিমোইয়া' । এর অর্থ হলো, এমন এক সময়ের জন্য মন খারাপ করা, যা নিজে কখনও দেখেনি। ডিজিটালের যুগে এক জোড়া পুরোনো মোজা সেলাই করার মতো সাধারণ কাজের মধ্যেও এক ধরনের শান্তি খুঁজে পাচ্ছেন তাঁরা। উল্লেখ্য বিদেশের পাশাপাশি ভারতের প্রায় সমস্ত মেট্রো শহরগুলোতে এখন হাতে বোনা সোয়েটার বা উলের কাজের কদর বাড়ছে। ফোনের নেশা ছাড়তে হস্তশিল্প ডিজিটাল ডিটক্স হিসেবে অনেকেই এখন হাতে তুলে নিচ্ছেন উল বোনার কাঁটা। লন্ডন-সহ একাধিক শহরে প্রতি সপ্তাহে তরুণ-তরুণীরা জড়ো হয়ে এমব্রয়ডারি বা মাটির পাত্রে রং করার কাজ করছেন। দেখা গিয়েছে, এই সব জমায়েতে আসা ৯০ শতাংশ মানুষই একে অন্যের অপরিচিত। তাঁরা মূলত নতুন বন্ধু পাতানোর জন্য আর ফোনের আসক্তি কমাতেই এখানে আসেন। অ্যানালগ অ্যাক্টিভিটির জোয়ার টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মে বর্তমানে 'অ্যানালগ অ্যাক্টিভিটি' শব্দ ব্যাপক ভাবে ভাইরাল। গুগল ট্রেন্ডস বলছে, গত ৩০ দিনে এই বিষয়ে সার্চ করার হার ১৬০ শতাংশ বেড়েছে। অদ্ভুত বিষয় হলো, যে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মানুষ দূরে থাকতে চাইছে, সেখানেই তারা তাদের হাতের কাজের ভিডিয়ো শেয়ার করছে। উল বোনা বা ক্রুশ কাটার সোয়েটার তৈরির উপকরণের বিক্রি-ও হু হু করে বাড়ছে। অতিমারি চলাকালীন ঘরবন্দি অবস্থায় মানুষ প্রথম এই ধরণের শখের দিকে ঝুঁকেছিল। ২০২৬ সালে এসে সেই শখ এখন ট্রেন্ডিংয়ে পরিণত হয়েছে। কেন বাড়ছে এই 'অ্যানালগ অ্যাক্টিভিটি' বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, নতুন বছরের সংকল্প হিসেবে অনেকেই এখন ফোনের নীল আলো থেকে দূরে থাকতে চাইছেন। তাঁরা এমন কিছু করতে চান যেখানে মনসংযোগ বাড়ানো যায়। নিডল পয়েন্ট বা সূচ-সুতোর কাজ মানুষকে বাস্তব জগতের সঙ্গে নতুন করে সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করে। ফোনের নেশা এতটাই প্রবল যে, তার থেকে মন ঘোরাতে এই ধরণের সৃজনশীল কাজ ওষুধের মতো কাজ করছে।

সঙ্গে থাকুক 'অ্যানালগ ব্যাগ' ফোনের বিকল্প হিসেবে এখন বাজারে বেশ জনপ্রিয় 'অ্যানালগ ব্যাগ'। এটি এমন একটি ব্যাগ, যেখানে অফলাইন বিনোদনের একাধিক রসদ রয়েছে। সেটা হতে পারে গল্পের বই, ক্রসওয়ার্ড পাজল কিংবা সেলাইয়ের সরঞ্জাম। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, ফোনটি যেমন সবসময় হাতের কাছে থাকে, তেমনই এই ব্যাগও হাতের নাগালের মধ্যে রাখা উচিত। যাতে যখনই ফোন স্ক্রল করার ইচ্ছা হবে, তখনই ব্যাগ থেকে কোনও সৃজনশীল জিনিস বের করে নেওয়া যাবে।

পুর নিগমের টাস্কফোর্সের উদ্যোগে লেইক চৌমুহনী বাজারে উচ্ছেদ অভিযান। ছবি নিজস্ব।

পবন খেরা গ্রেফতার এড়াতে পলাতক: দাবি অসমের মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস): কংগ্রেস নেতা পবন খেরা গ্রেফতার এড়াতে পলাতক রয়েছেন বলে দাবি করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রীকে ঘিরে করা অভিযোগ "সম্পূর্ণ মিথ্যা" প্রমাণিত হয়েছে।

সরমা দাবি করেন, খেরা যে অভিযোগ তুলেছিলেনতাঁর স্ত্রী একাধিক বিদেশি পাসপোর্টধারীতা সংশ্লিষ্ট তিনটি দেশই অস্বীকার করেছে। "কংগ্রেসের মিথ্যা পুরোপুরি ফাঁস হয়ে গেছে। তিনটি দেশই এই দাবিকে খারিজ করেছে," বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, তদন্তের অংশ হিসেবে অসম পুলিশ খেরার দিল্লির বাসভবনে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি। "অসম পুলিশ তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি পলাতক," অভিযোগ সরমার।

তিনি আরও দাবি করেন, জিজ্ঞাসাবাদ এড়াতে খেরা সম্ভবত হায়দরাবাদে পালিয়ে গিয়েছেন। এই অভিযোগগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি জানান, বিষয়টি আইনি পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, খেরা সম্প্রতি অভিযোগ করেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভুইয়ান শর্মা-র একাধিক বিদেশি পাসপোর্ট রয়েছে। এই অভিযোগ সরমা ও তাঁর পরিবার জোর দিয়ে অস্বীকার করেছেন।

এই ইস্যুতে রিনিকি ভুইয়ান শর্মা ইতিমধ্যেই একটি এফআইআর দায়ের করেছেন। মঙ্গলবার অসম পুলিশ খেরার দিল্লির বাসভবনে পৌঁছয়।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী দুবাইয়ে তাঁর পরিবারের সম্পত্তি সংক্রান্ত অভিযোগও "সম্পূর্ণ ভুয়ো" বলে উড়িয়ে দেন। তিনি দাবি করেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো নথিগুলি জাল এবং তাতে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গৌরব গোগোই ও পবন খেরা মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিদেশি সম্পত্তি ও সংযোগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, যা সরমা ও তাঁর পরিবার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে।

মণিপুরে বোমা হামলায় দুই শিশুর মৃত্যু কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

ইম্ফল, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস): মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলায় বোমা হামলায় দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এন. বিরেন সিং (ইউম্নাম খেমচন্দ সিং)। মঙ্গলবার তিনি জানান, এই নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতর সূত্রে জানা গেছে, তিনি ইম্ফলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে আহত মহিলার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। ওই মহিলার পাঁচ বছরের ছেলে ও পাঁচ মাসের মেয়ে সোমবার গভীর রাতে বোমা হামলায় ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "এই বর্বরোচিত হামলা মানবতার উপর আঘাত এবং মণিপুরের শান্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা। দোষীদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।"

ঘটনাটি ঘটেছে মইরাংয়ের ত্রংলাওবি আওয়াং লেইকাই এলাকায়। পুলিশের মতে, ভোররাত প্রায় ১টা নাগাদ সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা একটি শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে, যা একটি বাড়িতে বিস্ফোরিত হয়। সেই সময় বাড়ির ভেতরে থাকা দুই শিশু ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং তাঁদের মা আহত হন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শান্তি ফেরানোর চেষ্টা চললেই কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, নতুন করে এই হিংসা দুই মাস আগে গঠিত সরকারকে অস্থির করার উদ্দেশ্যেও হতে পারে।

এদিকে, ঘটনার পর উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় অবরোধ গড়ে তোলেন এবং চুরাচাঁদপুরগামী তিনটি পণ্যবাহী ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেন। ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এলাকায় বড় সংখ্যায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং দোষীদের ধরতে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।

স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক শান্তি সিং এই ঘটনাকে "নৃশংস সন্ত্রাসী হামলা" বলে উল্লেখ করে তীব্র নিন্দা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বন্ধ, অবরোধ ও ভাঙচুর থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেছেন।

অসমের সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছেন মোদী: অমিত শাহ

গুয়াহাটি, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসমের সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত করে তুলেছেন বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার হাইলাকান্দি জেলায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

শাহ বলেন, ঐতিহ্যবাহী অসমিয়া 'গামোছা' এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে বিজেপি সরকারের উদ্যোগে। পরোক্ষভাবে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-কে কটাক্ষ করে তিনি দাবি করেন, প্রজাতন্ত্র দিবসের এক অনুষ্ঠানে গামোছা পরতে অস্বীকার করেছিলেন তিনি।

এছাড়া আহোম সেনাপতি লাচিত বরফুকন-এর বীরত্বকে সম্মান জানাতে নয়াদিল্লিতে তাঁর একটি বিশাল মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন শাহ।

চা-বাগানের শ্রমিকদের জমির অধিকার নিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি সরকার ৭০৭টি চা-বাগানের প্রায় ৩.৫ লক্ষ পরিবারকে জমির পাট্টা দিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ২০টি জেলার ১০৬টি বাগানে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে শাহ তিন তালাক প্রথা বিলোপের কথা তুলে ধরেন, যা কংগ্রেস বিরোধিতা করেছিল বলে তিনি দাবি করেন। পাশাপাশি শিক্ষা সংস্কারের অংশ হিসেবে অসমে ৪০২টি মাদ্রাসাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) প্রয়োগের পক্ষে সওয়াল করে শাহ বলেন, এটি বহুবিবাহের মতো প্রথা বন্ধ করে সমতা নিশ্চিত করবে। আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করার আহ্বান জানান তিনি।

কল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরে শাহ জানান, কৃষকদের বার্ষিক সহায়তা ৬,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১,০০০ টাকা করা হবে। এছাড়া ১০,০০০ কৃষককে ট্র্যাক্টর কেনার জন্য ভর্তুকি দেওয়া হবে এবং ধান, ভুট্টা ও সরিষা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কেনার আশ্বাস দেন তিনি।

তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য কিন্ডারগার্টেন থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা, বিনামূল্যে চাল বিতরণ, ভর্তুকিযুক্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং মহিলাদের জন্য মাসিক ৩,০০০ টাকার ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) চালু করা হবে, যদি বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় আসে।

এর আগে একই দিনে পাঠারকান্দিতে আরেকটি জনসভায় শাহ কংগ্রেসকে আক্রমণ করে দাবি করেন, অনুপ্রবেশ রুখতে এবং রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় একমাত্র বিজেপিই সক্ষম।

ভারতের পথেই নেপাল, পেট্রোল ডিজেলে কর ছাড়ে স্বস্তি গ্রাহকদের

কাঠমান্ডু, ৭ এপ্রিল(আইএএনএস): জ্বালানির বাড়তি দামের চাপ থেকে সাধারণ মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পেট্রোলিয়াম পণ্যে আংশিক কর ছাড়ের সিদ্ধান্ত নিল নেপাল সরকার। এই পদক্ষেপ অনেকটাই ভারত-র সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের অনুকরণে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনের উপর আরোপিত কাস্টমস ডিউটি ও অবকাঠামো করের ৫০ শতাংশ ছাড় অনুমোদন করা হয়। এই সিদ্ধান্ত শীঘ্রই নেপাল গেজেটে প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন দেশের ফেডারেল অ্যাফেয়ার্স ও জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মন্ত্রী প্রতিভা রাওয়াল।

বর্তমানে নেপালে প্রতি লিটার পেট্রোলে ২৫.২৩ নেপালি রুপি এবং ডিজেলে ১২.০২ নেপালি রুপি কাস্টমস ডিউটি ধার্য রয়েছে। এছাড়া উভয় জ্বালানির উপর প্রতি লিটারে ১০ রুপি অবকাঠামো কর নেওয়া হয়। এর পাশাপাশি ভ্যাট, রোড মেইনটেন্যান্স ট্যাক্স, প্রাইস স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড, দূষণ কর ও গ্রিন ট্যাক্সও প্রযোজ্য।

বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জ্বালানির দামে এই ঊর্ধ্বগতি। হরমুজ প্রণালী অঞ্চলে উত্তেজনার জেরে তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে। এই জলপথ দিয়ে বিশ্বে প্রায় ২০ শতাংশ তেল পরিবাহিত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়েছে এবং পরিবহণ ও বিমা খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। নেপাল সরাসরি উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে তেল আমদানি না করে সম্পূর্ণভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল। তবে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব ভারতের মাধ্যমেই নেপালে পড়ছে।

উল্লেখ্য, গত মার্চের শেষদিকে ভারত সরকার পেট্রোল ও ডিজেলে প্রতি লিটারে ১০ টাকা করে আবগারি শুল্ক কমিয়েছে, যার ফলে জ্বালানির দামে কিছুটা স্বস্তি এসেছে।গত অর্থবর্ষে নেপাল প্রায় ২৮৮ বিলিয়ন নেপালি রুপির পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি করেছে, যা দেশের সবচেয়ে বড় আমদানি খাত হিসেবে বিবেচিত।

জুয়া চক্রে পুলিশি হানা মার্সিডিজ-সহ প্রায় ৪২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি উদ্ধার

রায়পুর, ৭ এপ্রিল(আইএএনএস): অবৈধ জুয়ার বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল রায়পুর গ্রামীণ পুলিশ। অভিযানে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং প্রায় ৪২.১৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একটি বিলাসবহুল মার্সিডিজ-বেঞ্জ গাড়ি, একটি উচ্চমানের অ্যাপল আইফোন এবং নগদ অর্থ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে রায়পুর-এর আভানপুর থানার একটি দল টোকরো গ্রামের কাছে অভিযান চালায়। এই এলাকা রায়পুর গ্রামীণ ও ধামতরি জেলার সীমানায় অবস্থিত। খবর ছিল, নির্জন ওই এলাকায় কয়েকজন মিলে বড় অঙ্কের জুয়ার আসর বসিয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ আচমকা হানা দিয়ে দু'জন অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। পালানোর চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি।

অভিযানে একটি মার্সিডিজ-বেঞ্জ গাড়ি, একটি আইফোন এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। সমস্ত বাজেয়াপ্ত সামগ্রী মামলা সংক্রান্ত প্রমাণ হিসেবে জব্দ করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পাবলিক গ্যাম্বলিং অ্যাক্ট ও ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, "বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিলাসবহুল গাড়ি ও বিপুল নগদ উদ্ধার থেকে স্পষ্ট, এটি সুসংগঠিত জুয়া চক্র ছিল। এই ধরনের কার্যকলাপ বহু পরিবারের আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়। রায়পুর গ্রামীণ এলাকা থেকে জুয়া সম্পূর্ণ নির্মূল করতে আমরা বদ্ধপরিকর।"

এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, সন্দেহজনক জুয়া বা বাজি সংক্রান্ত তথ্য পুলিশকে জানানোর জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

Agartala Municipal Corporation
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation: Tripura on behalf of the 'Hon'ble Mayor, AMC, invites e-tender in Single bid system for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/AMC/01/2026-27	18,91,020.00	37,820.00	30(Thirty) days	Date : 10/04/2026 Time : 15:00 Hrs
02	DNIeT-EE(Elect)/AMC/02/2026-27	8,87,842.00	17,757.00	21(Twenty one) Days	Date : 10/04/2026 Time : 15:00 Hrs

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC

Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

Agartala Municipal Corporation
ELECTRICAL DIVISION
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

P'NIeT No. FE/Elect/AMC/43/2025-26 **Dated 31/03/2026**

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, West Tripura on behalf of the 'Hon'ble Mayor AMC invites online percentage rate e-tender in Two bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors/ Firms/Manufacturer/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category for internal electrification works registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES /Railway having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura and having experience certificate in similar nature of works [SECTION-2:Instructions to Bidders & Eligibility Criteria] for the following work through e-procurement portal

NIT No:	417/CE/UDD/EW/NIT/2025-26
Name of work :	Providing Supply Installation, testing and commissioning of 102 (One hundred two) Nos.12.5 Mtr long Lighting Mast in Agartala Municipal Corporation area (considering 02 Nos. lighting mast in each Ward)
Estimated Cost :	Rs. 4,94,51,961.00
Time of Completion :	Rs. 120(One hundred twenty) Days
Earnest Money :	Rs. 9,89,039.00
Last time and date of submission of Bid :	20/04/2026 Time : 15.00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Executive Engineer (Elect. Divn.)
Agartala Municipal Corporation
Agartala, West Tripura

জ্বালানির দামে ধাক্কা: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উড়ানে ফুয়েল সারচার্জ বাড়াল এয়ার ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস): বিশ্ববাজারে জেট ফুয়েলের দাম বৃদ্ধির জেরে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উড়ানে ফুয়েল সারচার্জ বাড়ানোর ঘোষণা দিল এয়ার ইন্ডিয়া। মঙ্গলবার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার থেকেই নতুন হার কার্যকর হবে।দেশীয় রুটে এবার থেকে ফ্ল্যাট সারচার্জের বদলে দূরত্বভিত্তিক কাঠামো চালু করা হচ্ছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ানে সারচার্জ হবে ২৯৯ টাকা, আর ২,০০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে তা বেড়ে ৮৯৯ টাকা পর্যন্ত হবে।

এই সিদ্ধান্ত এসেছে সরকার দেশীয় এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (এটিএফ)-এর দাম বৃদ্ধিকে ২৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার পর। ফলে যাত্রীদের উপর বাড়তি চাপ ধাপে ধাপে চাপানোর সুযোগ পাচ্ছে বিমান সংস্থাগুলি।

তবে আন্তর্জাতিক রুটে একই ধরনের মূল্যনিয়ন্ত্রণ না থাকায় সেখানে সারচার্জ আরও বেশি বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভিত্তিতে এই সারচার্জ নির্ধারিত হবেসার্কভুক্ত দেশগুলির জন্য (বাংলাদেশ বাদে) ২৪ ডলার থেকে শুরু করে উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে ২৮০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। ইউরোপগামী উড়ানে সারচার্জ হবে ২০৫ ডলার।আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থা-এর তথ্য উদ্ধৃত করে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ২৭ মার্চ শেষ হওয়া সপ্তাহে বিশ্ববাজারে জেট ফুয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১৯৫.১৯ ডলারে পৌঁছেছে, যা ফেব্রুয়ারির শেষে ৯৯.৪০ ডলার ছিলপ্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি।সংস্থার মতে, অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি এবং রিফাইনিং মার্জিন বেড়ে যাওয়ায় এই উল্লম্ফন হয়েছে, ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বিমান সংস্থাগুলির জন্য এটি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিগুলির একটি।তবে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, এই বাড়তি সারচার্জ সত্ত্বেও জ্বালানি খরচের সম্পূর্ণ চাপ যাত্রীদের উপর চাপানো হচ্ছে না, সংস্থাকেও এর একটি বড় অংশ বহন করতে হচ্ছে।উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়ের আগে বুক করা টিকিটে নতুন সারচার্জ প্রযোজ্য হবে না, তবে ভ্রমণ পরিকল্পনায় পরিবর্তন করলে নতুন হার অনুযায়ী ভাড়া পুনর্নির্ধারণ করা হবে।

এর আগে ইন্ডিগো-ও এটিএফের দাম বৃদ্ধির জেরে ফুয়েল চার্জ বাড়িয়েছিল।

RE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are invited by the Medical Superintendent, IGM bidders (bonafied from the interested Hospital, Agartala manufacturers/ authorised distributors or suppliers), for supply of Blood bank Lab test kits/reagents for use in IGM Hospital, Agartala. Detailed information along with tender paper may be collected from the office of the undersigned on or before 22/04/2026 up to 4.30 P.M. & last date of bid submission is 23/04/2026 up to 4.30 P.M. & quotation will be opened if on 24/04/2026 at 2.30 P.M. or on next working day at 12 noon, possible & interested bidders may remain present at the time of bid opening session.

ICA/C-29/26

Medical Superintendent
IGM Hospital, Agartala .

অনলাইন মাধ্যমে অবৈধ মদ সরবরাহ চক্র ভাঙল দিল্লি পুলিশ, গ্রেফতার ২

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস): অনলাইন ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে চলা অবৈধ মদ সরবরাহ চক্রের পর্দাফাঁস করল দিল্লি পুলিশ। পশ্চিম দিল্লিতে অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, এই অভিযানে মোট ৮০০ কোয়ার্টার অবৈধ মদ উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি মদ পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত একটি তিনচাকার টেম্পোও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের নাম সমীর পালিওয়াল (১৯) এবং পুষ্পেন্দর (২২)। সমীর দিল্লির প্রেম নগরের বাসিন্দা এবং পুষ্পেন্দর হরিয়ানার বাহাদুরগড়ের বাসিন্দা।

গত ৫ এপ্রিল নির্দিষ্ট গোপন সূত্রে খবর পান হেড কনস্টেবল রাকেশ, যে হরিয়ানা থেকে অনলাইন ডেলিভারি পরিষেবার মাধ্যমে দিল্লিতে অবৈধ মদ আনা হচ্ছে। তথ্য যাচাই করে সত্যতা পাওয়ার পরই পুলিশ অভিযান চালায়।পশ্চিম বিহার ইস্ট থানার এসএইচও ইন্সপেক্টর রাজপালের নেতৃত্বে এবং এসিপি রাজবীর সিং লাম্বার তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। ওই দলে ছিলেন হেড কনস্টেবল মঞ্জিত, রাকেশ এবং কনস্টেবল অঙ্কিত।

পুলিশ পীরাগড়ি চক এলাকায় ফাঁদ পাতে। নজরদারির সময় একটি সন্দেহজনক তিনচাকার টেম্পোকে থামানোর চেষ্টা করা হলে চালক পালানোর চেষ্টা করে। তবে পুলিশ দ্রুত গাড়িটি আটক করে এবং চালক পুষ্পেন্দরকে গ্রেফতার করে।

গাড়িটি তল্লাশি করে দেখা যায়, ১৬টি কার্টনে মোট ৮০০ কোয়ার্টার অবৈধ মদ রয়েছে, যার গায়ে "শুধুমাত্র হরিয়ানায় বিক্রয়ের জন্য" লেখা ছিল। এই ঘটনায় পশ্চিম বিহার ইস্ট থানায় দিল্লি এক্সাইজ আইনের অধীনে এফআইআর নং ৯১/২০২৬ দায়ের করা হয়েছে।জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, সমীর পালিওয়াল অনলাইনে এই চালান বুক করেছিলেন, যা দিল্লির স্থানীয় মদ চোরাকারবারিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল।

বিজেপি ৭ রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক প্রচারণার আয়োজন। ছবি নিজস্ব।

এই প্রতিষ্ঠানটি দূরদর্শীতার সঙ্গে প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে একটি প্রকৃত গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল: ডিস্টেন্স এডুকেশন, অনলাইন এডুকেশন এবং ডিজিট্যাল এডুকেশন শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষার বিকল্প নয়। এগুলি সমান্তরাল সমানভাবে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ন ধারা যা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে। আজ আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ইন্দিরাগান্ধী ন্যাশন্যাল ওপেন ইউনিভার্সিটি”র (ইগনো) আগরতলা আঞ্চলিক কেন্দ্রের ৩৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু একথা বলেন।

ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশন্যাল ওপেন ইউনিভার্সিটি”র মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় নয়াদিল্লিতে ইগনোর সদর দপ্তরে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ড. সি পি রাধাকৃষ্ণান সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আগরতলায় ইগনোর আঞ্চলিক কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে রাজাপাল বলেন, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর উচিত ডিজিট্যাল শিক্ষার উপকরণগুলিকে গ্রহণ করে আজীবন শিক্ষার্থী হয়ে ওঠা।

এই প্রতিষ্ঠানটি দূরদর্শীতার সঙ্গে প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে একটি প্রকৃত গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ইগনোর পাঠক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অন্যান্য ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন। তিনি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রীসনদ তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইগনোর আগরতলা আঞ্চলিক কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. চন্দ্রশেখর পুট্টা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইগনোর কো-অর্ডিনেটর সম্রাট গোস্বামী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে জিবি হাসপাতালে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে এমবিবিএস ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিটি মেডিসিন। এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় পাঁচটি বিভাগে মোট ১৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। পাঁচটি গ্রুপের মধ্যে বি গ্রুপ জয়লাভ করে। উক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বক্তব্য রাখেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের ইনচার্জ প্রিন্সিপাল ও হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট ই.এন.টি প্রফেসর (ডা.) বিপ্লব নাথ, কমিউনিটি মেডিসিনের হেড অব অব দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর (ডা.) সুব্রত বৈদ্য, ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর (ডা.) দেবাশিস চক্রবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (ডা.) হিমাদ্রি ভট্টাচার্য ও ডা. অমর ত্রিপুরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশ্ন করা হয়।

খোয়াইয়ের বেলছড়ায় নাবালিকা নির্যাতনের অভিযোগ, অভিযুক্ত কিশোরের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ এপ্রিল: খোয়াই জেলার বেলছড়া এলাকায় ১১ বছরের এক নাবালিকাকে জোরপূর্বক শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে একই এলাকার ১৫ বছরের এক কিশোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ তারিখ রাত প্রায় ৯টা নাগাদ দুই নাবালিকা পাশের একটি বাড়িতে খেলাধুলা করছিল। সেই সময় অভিযুক্ত কিশোর এসে এক নাবালিকাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। মেয়েটি চিৎকার করলে তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলেও দাবি করা হয়েছে।

পরে বাড়িতে ফিরে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করলে নাবালিকা ঘটনাটি পরিবারের সদস্যদের বিস্তারিতভাবে জানায়। এরপর মঙ্গলবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ খোয়াই মহিলা থানায় নিয়ে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার বাবা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** **একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টৌলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টে টারবাইন বিস্ফোরণে ভয়াবহ আগুন, আহত ৫

রায়পুর/দুর্গ, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস): ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলায় অবস্থিত ভিলাই ইস্পাত কারখানা-এ টারবাইন বিস্ফোরণের জেরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল মঙ্গলবার। ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে দু'জন স্থায়ী কর্মী এবং তিনজন চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক।

জানা গেছে, প্ল্যান্টের পাওয়ার প্ল্যান্ট-২ (পিবিএস-২)-এর ২৫ মেগাওয়াট টারবাইন অংশে বিস্ফোরণের পরই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের শিখা প্রায় ১০ ফুট উঁচু পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং ঘন কালো ধোঁয়ায় গোটা এলাকা ঢেকে যায়, ফলে প্ল্যান্টের ভিতরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

আহতদের মধ্যে একজন কর্মীর পায়ে ভাঙা লেগেছে, অন্যদের আঘাত তুলনামূলকভাবে কম গুরুতর। সকলকেই দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

দমকলের একাধিক ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে আগুন সম্পূর্ণভাবে নেভানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, বিস্ফোরণের পর আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে কর্মীদের উপস্থিত বুদ্ধিতে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

প্ল্যান্টটি স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (সেল)-এর অধীনস্থ এবং দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র। ঘটনার পর সেলের শীর্ষ আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছন।

প্রাথমিকভাবে কয়েকটি কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি, তবে বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে।

এই ঘটনায় শিল্পাঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। অতীতেও এই প্ল্যান্টে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে, ফলে নিরাপত্তা প্রটোকল আরও কঠোরভাবে মানার দাবি জোরদার হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় মেরামতি ও সুরক্ষা পর্যালোচনার পর দ্রুত স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করা হবে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে রাজ্য সরকার ও সেল কর্তৃপক্ষ।

খাড়গের 'বিষধর সাপ' মন্তব্যে পাল্টা আক্রমণ শাহের, ভোটে জবাব দেবে জনতা: অমিত শাহ

গুয়াহাটি/নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস): কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে-র 'বিষধর সাপ' মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে "নিম্নতম স্তরে" নেমে যাচ্ছে এবং এই ধরনের ভাষা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক।

অসমের শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দিতে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাহ বলেন, রাহুল গান্ধী-র নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এখন দেশের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে। তিনি আরও বলেন, "৯ এপ্রিল অসমের মানুষ কংগ্রেসকে উপযুক্ত জবাব দেবে। আগামী নির্বাচনে দলটিকে প্রান্তিক করে দিতে হবে।"

একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, অসমে বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করেছে এবং ক্ষমতায় ফিরলে "এক এক করে তাদের বের করে দেওয়া হবে"।

উল্লেখ্য, কেরলের এক জনসভায় মল্লিকার্জুন খার্গে বিজেপি ও আরএসএস-কে 'বিষধর সাপ'-এর সঙ্গে তুলনা করে বলেন, এটিকে "পিষে ফেলা উচিত"এই মন্তব্য থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত।

বিজেপি এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে। দলের মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা অভিযোগ করেন, খাড়গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিজেপি ও আরএসএস কর্মীদের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছেন। তিনি নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপও দাবি করেন।

এর পাশাপাশি, গুজরাট নিয়ে খাড়গের সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়েও বিতর্ক দানা বেঁধেছে। শাহ বলেন, "যে গুজরাট মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বিক্রম সারাভাই-এর মতো ব্যক্তিত্বকে দিয়েছে, সেই রাজ্যকে অশিক্ষিত বলা কংগ্রেসের ঔদ্ধত্য।"

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল-ও এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেসের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গত, খাড়গে কেরলের নির্বাচনী প্রচারে দাবি করেছিলেন, দক্ষিণের মানুষ "শিক্ষিত ও সচেতন", তারা বিভ্রান্ত হন নাযা গুজরাটের মানুষের তুলনায় আলাদা বলে ইঙ্গিত দেন। এই মন্তব্য ঘিরেই নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রাক্তন স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী গ্রেফতার

ঢাকা, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস): বাংলাদেশের প্রাক্তন সংসদ স্পিকার এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী শিরিন শারমিন চৌধুরী-কে মঙ্গলবার ভোরে ঢাকার ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া বিভাগের ডেপুটি কমিশনার এন এম নাসিরুদ্দিন জানান, তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ পরে জানানো হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর বনানী ও উত্তরা থানায় জুলাই আন্দোলন সংক্রান্ত ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। এছাড়াও রংপুরেও একটি মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে রংপুরে আন্দোলনের সময় স্বর্ণকার মুসলিম উদ্দিনের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় শিরিন শারমিন চৌধুরী অভিযুক্ত। ২০২৪ সালের ২৭ আগস্ট দায়ের হওয়া ওই মামলায় তাঁর সঙ্গে আরও ১৬ জনের নাম রয়েছে, যার মধ্যে প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি-ও আছেন। তিনি ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়ে হেফাজতে রয়েছেন।

উল্লেখ্য, রংপুর-৬ কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ শিরিন শারমিন চৌধুরী ২০১৩ সালের ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম মহিলা স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি পরপর চারটি মেয়াদে এই দায়িত্ব পালন করেন এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালের ৩০ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব নেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, শেখ হাসিনা-নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের ২৭ দিন পর, ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর তিনি পদত্যাগ করেন। এই গ্রেফতারির ঘটনা দেশে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে চলতে থাকা অভিযানেরই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। দলটি অভিযোগ করেছে, বিরোধী মুহাম্মদ ইউনুস-নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকে শুরু হওয়া দমন-পীড়নের ধারাবাহিকতা এখনও বজায় রয়েছে।

আওয়ামী লীগের দাবি, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গণগ্রেফতার, হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা এবং নির্বিচারে রিমান্ডের মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন ও মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

ভুটানের ১৩তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪২.৩ কোটি টাকা সহায়তা দিল ভারত

থিম্পু, ৭ এপ্রিল (আইএএনএস): ভুটানের ১৩তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪২.৩ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দিল ভারত। থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ভারত-ভুটান ১৭তম মাসিক সমন্বয় বৈঠকে এই অর্থ হস্তান্তর করা হয়।

বৈঠকটি যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন থিম্পুতে ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন অনিকেত গোবিন্দ মাণ্ডভগানে এবং ভুটানের অর্থ মন্ত্রকের ডিপার্টমেন্ট অব ম্যাক্রো-ফিস্কাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স (ডিএমডিএফ)-এর মহাপরিচালক।

এই বৈঠকে অনিকেত গোবিন্দ মাণ্ডভগানে ভুটানের অর্থ মন্ত্রকের হাতে ৪২.৩ কোটি টাকার চেক তুলে দেন, যা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

এর মধ্যে ১৬.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ভুটানের কেন্দ্রীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 'ঝুং দ্রাতশাং'-এর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে টিপসের উদ্যোগে সচেতনতা বৃদ্ধির একাধিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব প্যারামেডিক্যাল সায়েন্সেস (টিপস)-এর উদ্যোগে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। " টুগেদার ফর হেলথ : স্ট্যান্ড উইথ সাইন্স" এই বছরের মূল ভাবনাকে সামনে রেখে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোই ছিল এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে টিপসের পক্ষ থেকে ডক্টর সৌরভ দত্ত জানান, দিনটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে একাধিক সামাজিক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সকালে আগরতলার রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে একটি ওয়াকাথনের আয়োজন করা হয়। এই সচেতনতা র্যালিতে বহু শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে র্যালিটি পুনরায় রবীন্দ্র ভবনে এসে সমাপ্ত হয়।

এছাড়াও, অভয়নগরের স্টেট চিলড্রেন হোম ফর গার্লসে শিশুদের মধ্যে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থ জীবনযাপন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির বার্তা দেওয়া হয়।

পাশাপাশি, টিপস অ্যাসেম্বলি হলে " হসপিটাল এডমিনিস্ট্রাসন এ্যান্ড ইটস ফিউচার ইন হেলথ কেয়ার" বিষয়ের উপর একটি বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় স্বাস্থ্য পরিষেবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ডক্টর সৌরভ দত্ত আরও জানান, ভবিষ্যতেও টিপস এই ধরনের সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সিমনায় তিপ্রা মথার বুথ অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ, বিজেপির বিরুদ্ধে সরব প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল: সিমনায় তিপ্রা মথা দলের নির্বাচনী বুথ অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে।

ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তিপ্রা মথা দলের প্রার্থী রবীন্দ্র দেববর্মা। তিনি সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, ১৩ সিমনা তমাকারী কেন্দ্রের নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কায় বিজেপি এই ধরনের সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে রবীন্দ্র দেববর্মা বলেন, অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি তিনি এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবিও জানান।

তবে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিজেপির পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন।

খোয়াইয়ে ভোটকর্মীদের ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ শুরু, চলবে দু'দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ এপ্রিল: আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে খোয়াইয়ে আজ থেকে শুরু হয়েছে ভোটকর্মীদের ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া চলবে আগামীকাল পর্যন্ত।

মঙ্গলবার খোয়াই মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ভোটের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য এই ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচনকালীন দায়িত্বে থাকা কর্মীরা যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এই বিষয়ে খোয়াই মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার নির্মল কুমার ঝা জানান, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আজ ও আগামীকালএই দুই দিন ধরে ভোটকর্মীদের ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ চলবে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে সবরকম প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

ফটিকছড়া টি.ই. মধ্যপাড়া অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৭ এপ্রিল: ফটিকছড়া টি.ই.-এর মধ্যপাড়া অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। সামাজিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এলাকার শিশুদের সুস্থ বিকাশ ও শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন আয়োজকরা।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় অঙ্গনওয়ারী কর্মী, অভিভাবক এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। শিশুদের হাতে পুষ্টিকর খাদ্য ও বিভিন্ন শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেওয়া হলে তাদের মুখে আনন্দের ঝলক দেখা যায়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতেও এই ধরনের সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়।

এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় ইতিবাচক সাড়া পড়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগে মান্দাইয়ে তিপরা মথায় ভাঙন, বিজেপিতে যোগ দিলেন শতাধিক ভোটার

আগরতলা, ৭ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, তারই মাঝে ১৬ মান্দাই কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলল। তিপরা মথা দল ছেড়ে একাধিক ভোটার বিজেপিতে যোগদান করায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, গত দুই দিনে মোট ২০৭ জন ভোটার তিপরা মথা দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে সোমবার মান্দাইনগর পুলিনপুর কেন্দ্রের ভৃগুদাস বাড়িতে আয়োজিত এক কর্মসূচিতে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর উপস্থিতিতে ২৭টি পরিবারের ৯১ জন ভোটার বিজেপি প্রার্থী রাজেশ দেববর্মার হাত ধরে দলে যোগ দেন।

এরপর মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার সভার আগ মুহূর্তে মান্দাইনগর পুলিনপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত চম্পকনগর কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত আরেকটি যোগদান সভায় ৩৫টি পরিবারের ১১৬ জন ভোটার তিপ্রা মথা ছেড়ে বিজেপিতে সামিল হন। নবাগতদের দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেন উপস্থিত নেতৃত্ব। এই যোগদানকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়েছে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী রাজেশ দেববর্মা বলেন, মানুষের আস্থা ও সমর্থন ক্রমশ বিজেপির দিকে বাড়ছে। উন্নয়নের স্বার্থে সাধারণ মানুষ বিজেপির উপর ভরসা রাখছেন বলেও তিনি দাবি করেন।

ধর্মনগরে কংগ্রেস প্রার্থীর প্রচার

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তীর পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা গেছে।

দলবিরোধী কার্যকলাপ

● প্রথম পাতার পর

সংগঠনের আদর্শ রক্ষা করা প্রত্যেক কার্যকর্তার একান্ত কর্তব্য। এই ধরনের দলবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে দল স্পষ্টভাবে জানিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে।

অসমে নির্বাচনী সভায় অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হবে না। সাম্প্রতিক কিছু কংগ্রেস নেতার মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সেগুলি বিজেপি সমর্থক ও গুজরাটকে অপমান করেছে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।

শাহ জোর দিয়ে বলেন, অসমের জমি, পরিচয় এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ভোটারদের কংগ্রেসের "বিভাজনমূলক ও তোষণমূলক রাজনীতি" প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানান। শেষে তিনি দাবি করেন, অনুপ্রবেশ নির্মূল করতে অসমে বিজেপির ভূমিধস জয় নিশ্চিত।

ধর্মনগর উপনির্বাচন

● প্রথম পাতার পর

মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কঠোর নিয়ম কার্যকর করা হবে। এছাড়া, এলাকার হোটেল বা আবাসস্থলে বাইরের লোকজনের অবস্থান নিয়েও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। বৈধ নথি ছাড়া কোনও বহিরাগতকে ওই এলাকায় থাকতে দেওয়া হবে না।

এই কেন্দ্রে মোট ৫৫টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি, ১১টি মডেল পোলিং স্টেশন তৈরি করা হবে, যেখানে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। ছোট শিশুদের নিয়ে আসা মায়েদের জন্য আলাদা কক্ষ এবং বসার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে।

এছাড়াও, ১১টি ভোটকেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে মহিলা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে বলেও জানিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার দেবযানী চৌধুরী।

সব মিলিয়ে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বতোভাবে প্রস্তুত বলে জানা গেছে।

মথা এডিসিতে

● প্রথম পাতার পর

সকলের জন্য। যদি তিপ্রাল্যান্ড হয় কিন্তু তহবিল না থাকে, তবে উন্নয়ন কি সম্ভব? আপনাদের রাস্তা, জল, বাড়িসবকিছুই দরকার। সবকিছুই বিজেপি দেয়।

মন্ত্রী বলেন যে বিজেপি শুধু ক্ষমতায় না থেকেও এডিসিতে উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। আমরা ককবরক ভাষার উন্নয়নেও বিশ্বাস করি। আঞ্চলিক দল সবসময় ভাষার উন্নয়নের কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে কিছু করে না। যারা গত পাঁচ বছর এডিসিতে ক্ষমতায় ছিলেন, তারা শুধু বলেছে তহবিল পাননি এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যদি তারা আবার জয়ী হয়, তবে একই কথাই বলবে। তাই, যদি আমরা এডিসিতে বিজেপিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনতে পারি, তহবিল নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না এবং ব্যাপক উন্নয়ন হবে।

চাকরির দাবিতে টেট

● প্রথম পাতার পর

টেট টুর জন্য শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। টেট ওয়ান পরীক্ষায় প্রায় ১৪০০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। এখনো পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে নি সরকার। এ বিষয়ে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীর দরজায় কড়া নাড়লেও তাদের দাবি পূরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে আজ একত্রে নিয়োগের দাবিতে অর্থমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে টেট উত্তীর্ণ হয়েও তারা নিয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দ্রুত একসাথে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতেই তাদের এই আন্দোলন।

মথার মাথা নষ্ট হয়ে

● প্রথম পাতার পর

অধিগ্রহণ করতে গিয়ে জনজাতি ভাই বোনেরা সেই অর্থ পাচ্ছেন। এতে তাদের অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়ন হচ্ছে। আমরা সত্যিই ভাগ্যবান যে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনারা এবার ইতিহাস তৈরি করতে যাচ্ছেন। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবেন আপনারা। এই মথা আর থাকবে না, মথাকে খুঁজেও পাবেন না। আমি এখন সারা ত্রিপুরায় ঘুরছি। জনজাতিদের ঠকানোর কাজটা করেছেন তারা। যা এখন মানুষ বুঝে গেছেন। গায়ের জোর দেখিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। পায়ের নিচে মাটি সরে যাওয়ায় এখন গুন্ডামি, হুঙ্কার, মানুষকে মারধোর, প্রার্থীদের মারধোর, আমাদের মন্ত্রীদের গাড়ি আক্রমণ করছে তারা। কিন্তু বুঝতে হবে যে মানুষ শান্তি চায়। আমাদের রাজ্যে মণিপুরী ব্যক্তিত্ব শচীন্দ্র লাল সিংহ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। জনজাতি ব্যক্তিত্ব দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এসসি এবং বাঙালি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সকল অংশের মানুষের মুখ্যমন্ত্রীই হন। অথচ এখন তারা এনিয়েও মানুষের কাছে ভুল বার্তা ও বিভ্রান্তিমূলক কথা বলছে।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, আমাদের হাতি ঘোড়ায় চড়ে আসা ব্যক্তিদের দরকার নেই। আমাদের দরকার জুমিয়া সম্প্রদায় থেকে আসা প্রকৃত নেতা। জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়ন করতে পারবেন জুমিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। এখন একজন চা ওয়ালা আমাদের দেশকে বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আর পৃথিবীর মধ্যে একজন অন্যতম রাষ্ট্র নেতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। তাই আমরাও চাই যে এবার আপনারা ইতিহাস তৈরি করুন। আমরা চাই জুমিয়া পরিবারের, থানসার ছোট - একদম গরীব ঘরের ছেলেমেয়েদের এডিসিতে বসাতে। তারাই একমাত্র জনজাতিদের উন্নয়নে কথা বলবেন। আমাদের উদ্দেশ্যে এধরণের ব্যক্তিরাই এডিসিকে পরিচালিত করুক। আর সেই দিশায় কাজ করছি আমরা। এখন গনতন্ত্রের যুগ। হাতি ঘোড়ায় চড়ে আসা ব্যক্তিদের জন্য নয়। আমাদের প্রয়োজন প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার মতো জনজাতি ব্যক্তিত্বদের।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো। সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলছি। কারণ লোক্যাল পার্টির উপর নির্ভর করা যায় না। তাদের নিজেদের তো ক্ষমতা নেই, ন্যাশনাল পার্টি বা সরকার কিংবা দিল্লির উপরেই তারা নির্ভরশীল। আর আমরা তাদের সঙ্গে একসাথে থাকতে চেয়েছি, একসাথে চলতে চেয়েছি। কিন্তু তারা আমাদের উপর খবরদারি করে, উপদেশ দেয়। তাই আমরাও এককভাবে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগামী ১২ এপ্রিল ভোট এবং ১৭ তারিখ ফলাফল ঘোষণার দিনে আপনারা সবাই গেরুয়া আবির নিয়ে আনন্দ করবেন। কারণ আমি নিশ্চিত যে এবার মথা গেছে, আর আসবে না। ডাঃ সাহা আরো বলেন, যদি প্রকৃত "থানসা" করতে হয় তবে শুধু রাজপরিবারের লোকের উত্থান নয়, বরং সাধারণ গরীব জুমিয়া পরিবারের সন্তানকেও এগিয়ে আনতে হবে। আর সেটা শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিই করতে পারে। দেশের যেখানেই দুর্নীতি হয়েছে সেখানে সেই অপশক্তিকে সরাতে ভারতীয় জনতা পার্টি লড়াই করেছে এবং জয়ী হয়েছে। এ দেশের শাসনে রয়েছে বিজেপি, রাজ্যের শাসনেও রয়েছে বিজেপি, তাই এডিসিতেও কোনো দূর্নীতিবাজ তৃতীয় শক্তির দরকার নেই।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত পোদ্দার, জনজাতি মোর্চার সহ সভাপতি নক্ষত্র জমাতিয়া, অম্পিনগর কেন্দ্রের এডিসি প্রার্থী সওদাগর কলই, মন্ডল সভাপতি সত্য মোহন জমাতিয়া, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি শিব নাথ জমাতিয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই জনসমাবেশে থেকে ৪২৭ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন।

ছাওমনুতে জল ও

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল ও নিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করতে প্রশাসন যেন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

াঙ্গন

কাজল স্মৃতি ফুটবলে মধুবনকে হারিয়ে টিআইএসএফ শেষ আটে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। ভাইটাল ম্যাচে দুরন্ত জয় টিআইএসএফ-এর। ছয় গোলের বিশাল ব্যবধানে মধুবন ডুকলি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে টিআইএসএফ মূলতঃ গ্রুপ ডি থেকে সেরা ২ এর পর্যায়ভুক্ত হয়েছে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত কাজল স্মৃতি অনূর্ধ ১৪ বালকদের ফুটবল টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগ পর্যায়ের শেষ দিকে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় আজ টিআইএসএফ যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে ছয় গোলে মধুবন ডুকলি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল চার গোলে এগিয়ে ছিল। পাঁচ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল এবং ৫২ মিনিটের মাথায় শেষ গোল করে বেশ নজর কেড়েছে রাকেশ চাকমা। খেলার ৮ ও ১৮ মিনিটের মাথায় পর পর দুটি গোল করে অমিত দেববর্মাও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। এছাড়া ২৮ মিনিটের মাথায় সূর্য্য ত্রিপুরা এবং ৪৩ মিনিটের মাথায় কুশল দেববর্মার গোল টিআইএসএফ-কে দাপটের সঙ্গে জয় এনে দিয়েছে। পক্ষান্তরে মধুবন ডুকলি প্লে সেন্টারের খেলোয়াররা গোল পরিশোধের সুযোগ যেমন পায়নি, তেমনি গোল প্রতিরোধেও সক্ষম হয়নি। উপরন্ত খেলার প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে আরব মারাককে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : আজ থেকে সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তুতি যেমন চূড়ান্ত, তেমনি অংশগ্রহণকারী দলগুলিও একেবারে তৈরি। টিসিএ-র উদ্যোগে আগামীকাল (বুধবার) থেকে শুরু হতে যাচ্ছে মর্য্যাদাপূর্ণ সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রাজ্যের রাজধানীর নামী ক্লাবগুলি এই টুর্নামেন্টে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে নামবে।এবারের টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া ১৪টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।গ্রুপ এ-তে রয়েছ শতদল সঙ্ঘ, সংহতি ক্লাব, ব্লাড মাউথ, ওল্ড প্লে সেন্টার, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, পোলস্টার এবং বিসিসি।গ্রুপ বি-তে রাখা হয়েছে কসমোপলিটন, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব, স্ফুলিঙ্গ, হার্ভে, মৌচাক, চলমান সঙ্ঘ এবং ইউনাইটেড বিএসটি। আগামীকাল টুর্নামেন্টের প্রথম দিনেই থাকছে হাই-ভোল্টেজ ৬টি ম্যাচ। মোট ৩টি মাঠে খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। সকাল সাড়ে আটটায় বিসিসি বনাম ওল্ড প্লে সেন্টার, পিটিএজি গ্রাউন্ডে। চলমান সংঘ বনাম হার্ভে ক্লাব, এমবিবি স্টেডিয়ামে। ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম সংহতি ক্লাব, টিআইটি গ্রাউন্ডে। দুপুর একটায়, কসমোপলিটন ক্লাব বনাম মৌচাক ক্লাব, টিআইটি গ্রাউন্ডে। শতদল সংঘ বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, এমবিবি স্টেডিয়ামে এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাব বনাম ইউনাইটেড বিএসটি, পিটিএজি গ্রাউন্ডে।প্রতিটি গ্রুপের সেরা ৪টি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করবে। টুর্নামেন্টের ক্রীড়াসূচি অনুযায়ীকোয়ার্টার ফাইনাল শুরু হবে ২৩শে এপ্রিল থেকে।সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২৬শে এপ্রিল।ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৮শে এপ্রিল।সদ্য শেষ হওয়া বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন এবং সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্রিকেটের পর ঘরোয়া ক্রিকেটে এই সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি আসরও বেশ জমজমাট ভাবে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সকল ক্রীড়া প্রেমীদের প্রতি আহ্বান রাখা হয়েছে।

গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে ফুলো ঝানুকে হারিয়ে আসাম রাইফেলস স্কুল কোয়ার্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল। তাও ৩-১ গোলের ব্যবধানে শক্তিশালী ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবকে হারিয়ে। এই জয়ের সুবাদে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল যথারীতি মূল পর্বে অর্থাৎ টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৪ বালকদের কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের গ্রুপ লিগ পর্যায়ের খেলা এখন অন্তিম পর্যায়ে। আগামীকাল গ্রুপ এ-এর লীগ পর্যায়ের অন্তিম ম্যাচটি শেষ হলেই ৯ এপ্রিল থেকে শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা। ইতোমধ্যে প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুটি করে সেরা দল মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার জন্য নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করে নিচ্ছে। গ্রুপ-বি থেকে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল দল আজ ৩-১ গোলে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ বেলা ২ টার খেলা শুরুতে দুই মিনিটের মাথায় ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের স্ট্রাইকার শুভজিৎ ওরাং এর গোলে দল এক-শূন্যতে লিড নেয়। ২৬ মিনিট ধরে ওই এক গোলে এগিয়ে থাকে। ২৮ মিনিটের মাথায় আসাম রাইফেলসের কিষান জমাতিয়া গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। প্রথমারদের খেলা এক এক গোলে অমীমাংসিত থেকে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে আসাম রাইফেলসের ছেলেরা প্রাধান্য বিস্তার করে খেলে ৩৮ মিনিটের মাথায় জ্যাক জমাতিয়া একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দুই-এক করে নেয়। এবং ৪৫ মিনিটের মাথায় কিষান জমাতিয়া ফের আরেকটি গোল করলে ব্যবধান ৩-১ হয়। এদিকে খেলার প্রথমার্ধে আসাম রাইফেলসের আংশ দেববর্মা খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি কর্তৃক হলুদ কার্ড দেখে নেয়।

বরুণের অফ ফর্মে চিন্তিত সৌরভ, কেকেআর কি কামব্যাক করবে? মুখ খুললেন মহারাজ

ইডেনে গার্ডেন্সে শ্রেয়স আইয়ার-অজিঙ্ক রাহানেরা যখন হাত মেলাচ্ছিলেন, তখনই পরিষ্কার ম্যাচের রেজাল্ট কী। মাত্র ৩.৪ ওভার খেলা হল। তারপর টানা ঘণ্টা আড়াই বৃষ্টি। যার ফলে আর খেলা শুরু করা যায়নি। তবে এত বৃষ্টির পরও ইডেন বলেই একটা আশা ছিল। পিচ কভার সরিয়ে ম্যাচ করার শেষ চেষ্টাও করা হয়েছিল। সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে মাঠে চলে যান। কিন্তু পর্যাপ্ত সময় না থাকায় ম্যাচ শুরু করা যায়নি। নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ ওভারের ম্যাচের জন্য ১১.১৪-র মধ্যে খেলা শুরু করতেই হত। রাতে ইডেন থেকে বেরোনোর সময় সৌরভ খানিকটা আফসোসের সুরেই বলছিলেন, "বৃষ্টি যদি দশটাতেও থামত, তাহলে খেলা শুরু করে দেওয়া যেত। যে সময় বৃষ্টি থেমেছ, তারপর আর একদমই সময় ছিল না।"

ঘটনা হল, পরিত্যক্ত ম্যাচেও কেকেআর নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। টস জিতে অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের আগে ব্যাটিং করা। মাত্র দু'টো ম্যাচ পরই বরুণ চক্রবর্তীর না খেলা। রাহানে বলে যান, বরুণের চোট রয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, চোট নয়, আসল কারণ হল বরুণের অফ ফর্ম। ভাবলে অবাক লাগে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগেও বরুণ বিপক্ষ টিমগুলোর ত্রাস ছিলেন। এখন অবস্থা বেশ শোচনীয়। কেউ কেউ বলছেন, এভাবে চলতে থাকলে ভারতীয় দল থেকেও বাদ পড়তে হবে। রাহানের প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েও সৌরভকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কেকেআর অধিনায়কের এহেন সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মধ্যে অনেকেই বুঝতে পারছেন না, কেন এরকম একটা সিদ্ধান্ত। যেহেতু পরের ওয়ানডে বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্রিকায়, বরুণ ওয়ান ডে'তে ভাবনা-চিন্তায় নেই। টেস্ট খেলেন না। শুধু টি-টোয়েন্টি খেলছেন। পরের বিশ্বকাপের দু'বছর দেরি। খারাপ ফর্ম থাকলে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টও নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করতে পারে। রবি বিফোইয়ের মতো তরুণ স্পিনারদের বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করা হতে পারে।

বরুণের অফ ফর্ম খানিকটায় চিন্তায় ফেলেছে সৌরভকেও। বলছিলেন, 'বরুণ অফ ফর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ব্যাটাররা ওকে 'পিক' করে ফেলছে। বুঝে যাচ্ছে ও কী বল করবে। সেটাই সমস্যার। কেকেআর বোলিংয়ের দুই বড় অস্ত্র হল বরুণ আর সুনীল নারিন। দু'জনেই একেবারে ফর্মে নেই। সেটা টিমকে চাপে তো ফেলবেই।" রাহানের প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েও সৌরভকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কেকেআর অধিনায়কের এহেন সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মধ্যে অনেকেই বুঝতে পারছেন না, কেন এরকম একটা সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে যেখানে আগে থেকে বৃষ্টির পূর্বভাস ছিল। তাছাড়া বৃষ্টির জন্য যেখানে গত চব্বিশ ঘণ্টা পিচ থেকে কভারই সরেনি, সেখানে আগে ব্যাট করার যৌক্তিকতা কোথায়?

সৌরভ বলছিলেন, "আগে ব্যাট করেও টিম জেতে। আরসিবি আগের দিন প্রথমে ব্যাট করে আড়াইশো তুলল। তবে যে ম্যাচে বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল, সেখানে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করে নিতে পারত। এটা ওদের টিমের সিদ্ধান্ত।" প্রথম দুই ম্যাচে হার। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ভাগ্যের জোরে এক পয়েন্ট। আইপিএলে একেবারেই ভালো অবস্থায় নেই কেকেআর। তবে সৌরভ এখনই আশা ছাড়ছেন না। বলে গেলেন, "ওদের সমস্যা হল, কেউ ভালে খেলতে পারছে না। তবে টুর্নামেন্টের এখনও অনেক বাকি। সবে তো তিনটে ম্যাচ হল। কেকেআর ঘুরে দাঁড়াতেই পারে।"

গণমারামারির ম্যাচে ২৪ লাল কার্ড

ব্রাজিলে এক ম্যাচে ২৩ লাল কার্ডের সেই ঘটনার এক মাসও পার হয়নি। এর মধ্যে ফ্রান্সে একটি ম্যাচে দেখা গেল ২৪ লাল কার্ড!

গত ৮ মার্চ ব্রাজিলে মিনেইরো চ্যাম্পিয়নশিপ ক্রুজেইরো ও আতলেতিকো মাদ্রিদ ফাইনাল হয়ে উঠেছিল রণক্ষেত্রে। এই মারামারির ঘটনায় ক্রুজেইরোর ১২ এবং আতলেতিকোর ১১ ফুটবলার, কর্মকর্তাসহ মোট ২৩ জনকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। তখন প্রশ্ন উঠেছিল, এটাই কি ফুটবল ম্যাচে সবচেয়ে বেশি লাল কার্ড দেখার বিশ্ব রেকর্ড।

ব্রাজিলে সিনিয়র পর্যায়ে ফুটবল ম্যাচে এটা সর্বোচ্চ লাল কার্ড দেখার রেকর্ড হলেও বিশ্ব রেকর্ড যে আর্জেন্টাইন ঘরোয়া ফুটবলের, সেটাও তখন জানা হয়ে যায় অনেকের। ২০১১ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি আর্জেন্টিনার পঞ্চম বিভাগে আতলেতিকো ক্লেপোল ও ভিক্টোরিয়ানো অ্যারেনাসের মধ্যে ম্যাচে দুই দলের সব খেলোয়াড় এবং কোচিং স্টাফ মিলিয়ে মোট ৩৬ জন লাল কার্ড দেখেন।

ফ্রান্সের অপেশাদার ফুটবলে আঞ্চলিক পর্যায়ে দ্বিতীয় বিভাগের লিগে আভেনির দে গিয়ি ও ইন্দেপেন্দান্ত দে মোরোনের মধ্যকার ম্যাচ অবশ্য আর্জেন্টাইন ফুটবলে সে রেকর্ডের ধারেকাছেও যেতে পারেনি। ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'ওয়েস্ত ফ্রান্স' জানিয়েছে, সম্প্রতি মোরবিয়ানের আঞ্চলিক এই ডার্বি ম্যাচে ২৪ জনকে লাল কার্ড দেখানো হয়। চরম বিশৃঙ্খলায় রূপ নেওয়া এই ম্যাচে দাঙ্গা থামাতে শেষ পর্যন্ত মাঠে নামতে হয় 'জেনদামারি'কে (ফরাসি আধা সামরিক পুলিশ)।

নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা ২-২ গোলে ড্র হওয়ার পর ম্যাচে সবকিছুই স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। কিন্তু এর পরেই বাধে বিপত্তি। রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। সমর্থকদের কথা-কাটাকাটি মুহূর্তে রূপ নেয় গণমারামারিতে। এতে জড়িয়ে পড়েন খেলোয়াড়েরা, এমনকি এক খেলোয়াড়ের অভিভাবকও। 'ওয়েস্ত ফ্রান্স' জানিয়েছে, মোরনের এক খেলোয়াড়ের বাবা তাঁর ছেলেকে বাঁচাতে দৌড়ে মাঠে ঢুকে পড়েন। সমর্থক ও খেলোয়াড়েরা একে অপরকে কিল-ঘুষি মারতে শুরু করেন, কয়েকজনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্টেডিয়ামজুড়ে তখন এক আতঙ্কিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি সামলাতে শেষ পর্যন্ত চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন রেফারি। ম্যাচে অংশ নেওয়া মোট ২৭ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ২৪ জনকে লাল কার্ড দেখান তিনি। এর মধ্যে আভেনিরের ১৩ ও মোরনের ১১ জন রয়েছেন। ফরাসি ফুটবলের ইতিহাসে এমন গণ-লাল কার্ড আগে কখনো দেখা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মারামারির সময় কেউ কেউ লাঠিও ব্যবহার করেন। পরে 'জেনদামারি' গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে অবশ্য মারামারি একটু থিতিয়ে আসে।

আঞ্চলিক শৃঙ্খলা কমিটি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে। ধারণা করা হচ্ছে, উভয় ক্লাবের বিরুদ্ধেই বড় ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

রাহানে কি ক্রিকেটের অ-আ-ক-খ গুলিয়ে ফেলেছেন?

অজিঙ্ক রাহানে কি অধিনায়কত্ব ভুলে গিয়েছেন? তিনি কি গুলিয়ে ফেলেছেন ক্রিকেটের অ-আ-ক-খ? নইলে যে ম্যাচে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, সেই ম্যাচে টস জিতে তিনি কোন যুক্তিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাহানের এই সিদ্ধান্তকে কাঠগড়ায় তুলেছেন ভারতের তিন প্রাক্তন ক্রিকেটার অনিল কুম্বলে, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও সাবা করিম।

ইডেনে কেকেআর-পঞ্জাব ম্যাচে বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। বিকেলের পর থেকেই মেঘ জমতে শুরু করেছিল আকাশে। টস জিতে সকলকে অবাক করে দেন রাহানে। তিনি প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। আগের ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথমে বল করে হেরেছিল কেকেআর। রাহানে পরে বলেছিলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সেই কারণেই হয়তো পঞ্জাবের বিরুদ্ধে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন রাহানে। নইলে আর কোনও যুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

যদিও তার ফল ভুগতে হয়নি কেকেআরকে। বৃষ্টি বাঁচিয়ে দেয় তাদের। খেলা ভেস্তে যায়। ফলে ১ পয়েন্ট করে পায় দু'দল। নইলে কেকেআরের শুরুটা যে ভাবে হয়েছিল, তাতে এই ম্যাচ হারার সম্ভাবনা ছিল। আবহাওয়া কাজে লাগিয়ে জেভিয়ার বার্টলেট বল সুইং করাচ্ছিলেন। এক ওভারে ফিন অ্যালেন ও ২৫ কোটির ক্যামেরন গ্রিনকে আউট করেন তিনি। যে ভাবে বল সুইং করছিল, তাতে পঞ্জাবের বোলিং আক্রমণের সামনে ২০ ওভার ব্যাট করতেও সমস্যায় পড়ত কেকেআর।

বৃষ্টির কারণে যখন খেলা বন্ধ, সেই সময় ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে কুম্বলে বলেন, "রাহানের টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্তে আমি অবাক হয়েছি। এই পিচে, যেখানে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, সেখানে তো যে কেউ শুরুতে বল করতে চাইবে।"

পাশেই বসেছিলেন সাবা। তিনি বলেন, "আমি এই সিদ্ধান্তের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথা ঘামাতেও চাইছি না। ক্রিকেটের সামান্য ধারণা থাকা যে কেউ টস জিতে বল নেবে।"

রাহানের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন অশ্বিনও। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, "যখন আপনি জানেন, বৃষ্টি হতে পারে, তখন অপরিণত বোলিং আক্রমণ নিয়ে আপনি প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কী অদ্ভুত চিন্তাভাবনা।"

প্রশ্ন তুলেছেন কেকেআরের সমর্থকেরাও। সমাজমাধ্যম ভরে গিয়েছে সমালোচনায়। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে দলে সুনীল নারাইন ও বরুণ চক্রবর্তীকে খেলায়নি কেকেআর। অর্থাৎ, বোলিং আক্রমণে তেমন অভিজ্ঞতাই ছিল না। সে ক্ষেত্রে তো যে কোনও অধিনায়ক আগে বল করে নিতে চাইবেন। বিশেষ করে ইডেনে রান তাড়া করে জেতার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সেখানে কোন যুক্তিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন রাহানে, সেটাই কেউ বুঝতে পারছেন না।

ফের ব্যাট হাতে ব্যর্থ, বোলিংয়েও আপত্তি! ২৫ কোটির গ্রিনকে 'ফ্লপ স্টার' তকমা নাইটভক্তদের

দাম ২৫ কোটি টাকা। কিন্তু এখনও পারফরম্যান্স তার ধারেকাছে যায়নি। টানা তৃতীয় ম্যাচে ফ্লপ ক্যামেরন গ্রিন। ব্যাটে রান নেই। বোলিং করতে আপত্তি। তাহলে 'ফ্লপ স্টার' গ্রিনকে বয়ে বেড়ানোর কী দরকার? অজি অলরাউন্ডারকে নিয়ে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে নাইট-সমর্থকদের মধ্যে। গ্রিনকে ইতিমধ্যে 'ফ্লপস্টার', 'স্ক্যাম' বলা শুরু করে দিয়েছেন অনেকে।

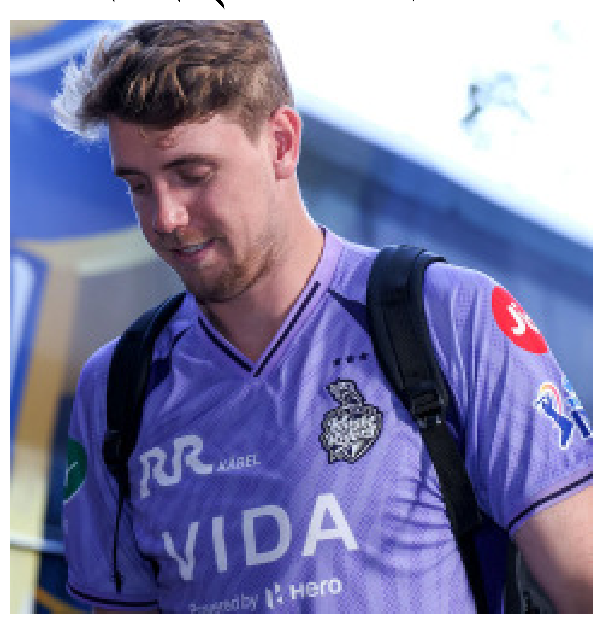

প্রথম ম্যাচে ১৮ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে রান মাত্র ২। তৃতীয় ম্যাচেও অফ ফর্ম অব্যাহত। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ইডেনে ফিরলেন ৪ রানে। জাভিয়ের বার্টলেটের প্রথম বলটি চার মারলেন। দ্বিতীয় বলেই ক্যাচ দিয়ে আউট। সব থেকে বড় কথা, গ্রিনের শরীরী ভাষাই বড্ড দায়সারা। যেন আউট হয়ে 'বয়েই গেল'। একে বল করছেন না, ব্যাটেও দুরবস্থা। অনেক প্রাক্তন তারকা ইতিমধ্যে বলে রাখছেন, গ্রিনকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য। নাইট ম্যানেজমেন্ট কি শুনছে?

অনেকেই বলছেন, টিম সেইফার্ট বাইরে বসে আছেন। তাঁকে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। রাচীন রবীন্দ্রও বাইরে বসে। এই ম্যাচে তবু রভম্যান পাওয়েলকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচেও চিন্তার নাম গ্রিন। নেটিজেনরা তো ইতিমধ্যে, সবচেয়ে বড় স্ক্যাম বলা শুরু করে দিয়েছে। ৩ ম্যাচে মাত্র ২৪ রান করলে কথা তো শুনতেই। সেই সঙ্গে বোধহয় আন্দ্রে রাসেল নামের একজনকে মিস করছেন নাইট সমর্থকরা।

এদিন নাইটদের প্রথম একাদশে ছিলেন না বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারিন। দুই স্পিনারের জায়গায় রাহানেরা দলে নিয়েছেন নবদীপ সাইনি ও রভম্যান পাওয়েলকে। দু'জনেই পেস বোলিং করেন। নাইট জার্সিতে এদিনই নবদীপের অভিষেক হওয়ার কথা। রভম্যানকে দলে নেওয়ার অর্থ ফিনিশিং শক্তিশালী করা। পাশাপাশি তাঁকে বোলিংয়ের জন্য তৈরি রাখা মানে ক্যামেরন গ্রিনকে দিয়ে সম্ভবত এই ম্যাচেও বল করানো হবে না। তাহলে গ্রিনের কাজটা কী? ইডেনে শাহরুখ খান যদি কেকেআর কর্মকর্তা বেঙ্কি মাইসোরকে এই প্রশ্নটা করেন, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বেঙ্গালুরু-চেন্নাই ম্যাচ দেখতে গিয়ে প্রতারকের খপ্পরে ২৫ বছরের সমর্থক, খোয়ালেন দেড় লক্ষ টাকা

বেঙ্গালুরুর ঘরের মাঠে ম্যাচ থাকলে এমনিতেই সমর্থকদের আগ্রহ তুঙ্গে থাকে। যদি সেই ম্যাচ হয় চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তা হলে সব উৎসাহ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সেই উৎসাহের চোটেই প্রতারকের খপ্পরে পড়ে দেড় লক্ষ টাকা খোয়ালেন এক সমর্থক। অচেনা ব্যক্তির থেকে টিকিট কিনতে গিয়েছিলেন তিনি। তা সফল না হওয়ায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বেঙ্গালুরু-চেন্নাই ম্যাচের টিকিট নিয়ে কালোবাজারি এমনিতেই প্রকাশ্যে এসেছে। বি নারায়ণপুরার এক সমর্থক সেই ফাঁদেই পা দিয়েছিলেন। সমাজমাধ্যমে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। ওই ব্যক্তির থেকে টিকিট কিনতে গিয়েই প্রতারিত হয়েছেন তিনি। মহাদেবপুরা থানায় সুমিত বিসওয়াল নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। সুমিত নিজেকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বর্ষীয়ান কর্তা হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন বলে দাবি সমর্থকের।

এক সংবাদমাধ্যমে ওই সমর্থক বলেছেন, "উনি আমাকে স্টেডিয়ামের ১০ নম্বর গেটের সামনে আসতে বলেছিলেন। আশ্বাস দিয়েছিলেন কেউ একজন টিকিট এনে আমার হাতে তুলে দেবে। একটি ই-মেলও করেন যাতে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। কিন্তু টিকিট হাতে আসেনি।"

সমর্থক আরও বলেছেন, "প্রথমে আমি ৩৭০০ টাকা করে দু'টি টিকিট কিনতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু উনি বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে আরও টাকা দাবি করতে থাকেন। বলেন নিরাপত্তা খাতে নেওয়া হলেও বাড়তি টাকা পরে ফেরত দেওয়া হবে। ফুড কুপনেরও প্রতিশ্রুতি ছিল। ওঁকে বিশ্বাস করে একাধিক বার টাকা দিই। আমার ব্যাঙ্কের টাকা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় মায়ের অ্যাকাউন্ট থেকেও টাকা পাঠাই। সব মিলিয়ে ১.৪৬ লক্ষ টাকা দিয়েছি।"

অম্পিনগরে নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিতে সামিল ৪২৭ ভোটার

আগরতলা, ৭ এপ্রিল: এতদিন জনজাতিদের ভুল বুঝিয়ে ঠকিয়েছে মথা। আগামী দিনে মথা আর থাকবে না। এডিসিতে এবার সরকার করবে বিজেপি। আজ অম্পিনগরে নির্বাচনী জনসভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তিনি বলেন, বিজেপি কোন দলের উপর নির্ভরশীল না। তাই একাই ২৮টি আসনে নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে বিভাজনের চেষ্টা করছে মথা। কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করছে না। আশা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী নির্বাচনে এডিসিতে সরকার গড়বে বিজেপি। তিনি আরো বলেন, সরকার টাকা দিয়েছে এডিসি উন্নয়নের জন্য কিন্তু কোন কাজ হয়নি, হয়েছে লুটপাট। এখন এডিসিতে একটা স্বচ্ছ সরকার গঠন করার সময় এসেছে।

এদিনের জনসভায় ৪২৭ জন ভোটারকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

১৭ এপ্রিলের পর এডিসিতে বিজেপিকে দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না: রুনিয়েল দেববর্মা

আগরতলা, ৭ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে তিপ্রা মথা দলের প্রচারে জোরদার গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১২ এপ্রিলকে সামনে রেখে আজ ১৪ বোধজংনগর-ওয়াকিনগর কেন্দ্রের আর.সি নগর ভিসি এলাকায় ভিসি ও পোলিং স্টেশন স্তরে প্রচার চালায় তিপ্রা মথা দল। এদিন নব চৌমুনী থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রা প্রায় ২০ কিলোমিটার এলাকা পরিক্রমা করে রাজচন্তাই বাজারে গিয়ে শেষ হয়। পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন তিপ্রা মথা মনোনীত প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মা, যুব নেতা প্রশান্ত দেববর্মা এবং নারী নেত্রী সাগরিকা দেববর্মা।

পদযাত্রা শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রুনিয়েল দেববর্মা বলেন, ১৭ এপ্রিলের পর এডিসিতে বিজেপিকে দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি দাবি করেন, এই কেন্দ্রে তিনি প্রায় ২৫ হাজার ভোটে জয়লাভ করবেন। এছাড়াও তিনি বলেন, ২০২৮ সালে তিপ্রা মথা দল ছাড়া অন্য কোনও দল সরকার গঠন করতে পারবে না। তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

ত্রিপুরায় ডেলিভারি কর্মীদের আইনী সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি বিধায়ক বিরজিৎ-র

আগরতলা, ৭ এপ্রিল: ত্রিপুরায় একের পর এক ডেলিভারি কর্মীদের উপর হামলা, হয়রানি ও মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা। তিনি রাজ্যে ডেলিভারি কর্মীদের আইনি সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, ধর্মনগরে এক তরুণ ডেলিভারি কর্মীর মৃত্যু, নারায়ণপুরে আরেক কর্মীর উপর হামলা এবং আগরতলায় এক ডেলিভারি কর্মীকে পিটিয়ে হত্যার মতো ঘটনাগুলি গোটা রাজ্যকে নাড়া দিয়েছে। এই ঘটনাগুলির ফলে বহু পরিবার শোকস্তব্ধ এবং তরুণ কর্মীদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

তিনি বলেন, এই কর্মীরা প্রতিদিন জনবহুল এলাকায় কাজ করেন এবং নানা চাপ ও ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। কাজের সময় এ ধরনের ঘটনা শুধুমাত্র দুর্ঘটনা হিসেবে দেখা যায় না, বরং এটি সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারের প্রশ্ন তোলে।

বিরাজিত সিনহার বক্তব্য অনুযায়ী, ডেলিভারি কর্মীদের জন্য সড়কই তাদের কর্মক্ষেত্র হলেও এই পেশার কোনো স্বীকৃতি, নিরাপত্তা নীতি বা আইনি সুরক্ষা নেই। ফলে তারা প্রায়ই হিংসা, হয়রানি ও অন্যায় আচরণের শিকার হন। তিনি আরও বলেন, বারবার এমন ঘটনা ঘটায় এটি স্পষ্ট যে, শুধু আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা নয়, বরং ডেলিভারি কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট নীতি ও আইনি কাঠামোর অভাব রয়েছে। অথচ এই কর্মীরাই প্রতিদিন মানুষের বাড়িতে খাবার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি সরকারের কাছে শ্রম দফতর, স্বরাষ্ট্র দফতর, আইন বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজ এবং ডেলিভারি কর্মীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্রুত একটি রাজ্যস্তরের কমিটি গঠন, ডেলিভারি কর্মীদের জন্য ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করে দুর্ঘটনা বিমা, জরুরি ক্ষতিপূরণ, আইনি সহায়তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা, ডেলিভারি কর্মীদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে জনসাধারণের রাস্তার স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের নিরাপত্তায় প্রশাসনিক দায়িত্ব নিশ্চিত করা, হামলা বা মৃত্যুর ঘটনাগুলিতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৭ ই এপ্রিল: আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস অর্থাৎ ওয়ার্ল হেলথ ডে। ওয়ার্ল হেলথ অর্গানাইজেশন ১৯৪৮ সালের ৭ ই এপ্রিল যুদ্ধ পরবর্তী বিভীষিকাময় স্বাস্থ্য পরিস্থিতির কথা ভেবে সাড়া পৃথিবীব্যাপী আয়োজন করলো বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের।সেই থেকে প্রতিবছর নিয়ম করে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে পালন হয়ে আসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস।হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশঅফ ত্রিপুরা এবং তার প্রতিটি শাখা সংগঠন জন্ম লগ্ন থেকে মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করবার জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছে। এই বছর ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

আজ বেলা ১২ টা ৩০ মিনিটে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক অভিভাবকদের নিয়ে আয়োজন করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে আলোচনা ও সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, পরিষদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সেনিটাশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জোতির্ময় দাস, সংগঠনের সভাপতি তথা অবসর প্রাপ্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ, সংগঠনের সম্পাদক স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মৃনাল দাস। শুরুতে অতিথি আপ্যায়ন, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন ও রাষ্ট্রগীত বন্দেমাতরম এর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে বিলোনিয়া শাখার সম্পাদক স্নেহাশীষ চক্রবর্তী মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে আজকের দিনটি কেন পালন করা হচ্ছে সেই বিষয়ে ওনার স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। অতিথিগন তাঁদের বক্তব্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন দিক তুলে, যেখানে বাল্য বিবাহ থেকে শুরু করে ড্রাগসও বর্তমান সময়ের ভয়াবহ ব্যাধি মোবাইলের কিছু কিছু কুফল তুলে ধরেন, যার মধ্যে উৎকনঠার বিষয় হলো মানসিক স্বাস্থ্য। মোবাইল আমাদের জীবন থেকে সামাজিক সুখ কেরে নিচ্ছে, বর্তমান সময়ে আমরা বড্ড একা হয়ে যাচ্ছি , তাই আসুন মোবাইল নামক এই সামাজিক ব্যাধি থেকে কিছুটা সময় নিজেদের দূরে রাখতে শরীরকে ভালো রাখতে একটু ময়দানমুখী হই, শরীর চর্চা করি, কারণ স্বাস্থ্যই সম্পদ। তাই মাঠে আসুন, একে অপরের সাথে মেলামেশা করুন, আসল বন্ধুকে চিনুন, জীবনকে ভালোবাসুন, জীবন বড় মূল্যবান। সবশেষে ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র নমঃ উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের উপর কুইজ পরিচালনা করেন।

নিগমানন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে দীর্ঘ আট বছর পর বিশালগড়ে পুনরুদ্ধার হল কংগ্রেস ভবন

বিশালগড়, ৭ এপ্রিল: দীর্ঘ আট বছর পর বিশালগড়ে পুনরুদ্ধার হল কংগ্রেস ভবন। প্রয়াত কংগ্রেস বিধায়ক পরিমল সাহার ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালনকে কেন্দ্র করে নিগমানন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীরা পুনরায় খুলে দিলেন বিশালগড় নিচের বাজারস্থিত দলীয় কার্যালয়। ২০১৮ সালের ৩ মার্চ দুষ্কৃতিকারীদের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে বন্ধ হয়ে পড়া এই কংগ্রেস ভবনটি দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল ১৯৮৩ সালের ৭ এপ্রিল বিশালগড়ের অফিস টিলায় তৎকালীন চরিলাম বিধানসভার কংগ্রেস বিধায়ক পরিমল সাহা সিপিআইএম ঘাতক বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে খুন হন। একই ঘটনায় নিহত হন তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী কংগ্রেস কর্মী জিতেন্দ্র সাহা।

মঙ্গলবার ছিল প্রয়াত বিধায়ক পরিমল সাহার ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে কংগ্রেস কর্মীরা প্রথমে কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। পরে তার সমাধিস্থলে গিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও আইনজীবী নিগমানন্দ গোস্বামী জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আরাফাত ইকবাল যুব কংগ্রেস লিগ্যাল সেলের কো ইনচার্জ এরশাদ মিয়া, স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শান্তি ভট্টাচার্যসহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিগমানন্দ গোস্বামী বলেন ৪৩ বছর আগে আজকের দিনে চরিলাম তথা রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় বিধায়ক পরিমল সাহাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। তার ভাবাদর্শ ও আত্মত্যাগকে স্মরণ করেই মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে। পরিমল সাহা অবিভক্ত বিশালগড়ের সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতা ছিলেন। তার মৃত্যুতে বিশালগড় হারিয়েছে এক দক্ষ অভিভাবক। আগামী দিনে তার আদর্শকে সামনে রেখে কংগ্রেস কর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি এদিন পরিমল সাহার মৃত্যুবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে নিগমানন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে বিশালগড় নিচের বাজারস্থিত কংগ্রেস ভবনটি পুনরুদ্ধার করা কংগ্রেসের অন্যতম বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এই পার্টি অফিস উদ্ধার করতে গিয়ে একসময় আক্রান্ত হয়েছিলেন সাবেক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস। ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের তৎপরতায় তিনি প্রাণে বেঁচে ফিরলেও এরপর দীর্ঘদিন কেউ আর ভবনটি উদ্ধারের উদ্যোগ নেননি। ফলে ভবনটি নেশাখোরদের আস্তানায় পরিণত হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল সম্প্রতি নিগমানন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীরা ভবনটি মেরামত করে পুনরুদ্ধার করেছেন। এখন থেকে সমস্ত দলীয় কর্মসূচি এই কংগ্রেস ভবন থেকেই পরিচালিত হবে বলে নেতৃত্বরা জানিয়েছেন।

চুরাইবাড়ি ওয়েট ব্রিজ বিকল

কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতির আশঙ্কা, বাড়ছে ওভারলোড গাড়ির দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৭ এপ্রিল: ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি পরিবহন দপ্তরের ওয়েট ব্রিজ গত এক সপ্তাহ ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একই সঙ্গে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাথর ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে ওভারলোড গাড়ি রাজ্যে প্রবেশ করাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, চলতি মাসের ২ এপ্রিল চুরাইবাড়ি গেটের মূল ওয়েট ব্রিজটি বিকল হয়ে যায়। এরপর থেকেই ওভারলোড পাথর ও বোল্ডার বোঝাই শতাধিক গাড়ি প্রতিদিন রাজ্যে ঢুকছে। এতে পরিবহন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, দপ্তরের ইনচার্জ চক্রপানী দাসসহ সংশ্লিষ্ট কর্মীরা কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা পূর্বে চুরাইবাড়ি সফরে এসে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে কোনো ওভারলোড গাড়ি বিনা রাজস্বে রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে। সেই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পর প্রতি মাসে প্রায় ৬-৭ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হচ্ছিল।

এমনকি গত মার্চ মাসে ৯৫টি ওভারলোড পাথর বোঝাই গাড়ি থেকে ৬ কোটিরও বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে, যা রাজ্য কোষাগারে জমা পড়েছে।

কিন্তু এপ্রিল মাসে ওয়েট ব্রিজ বিকল হওয়ার পর থেকে সেই রাজস্ব আদায় কার্যত বন্ধ। ফলে ইতিমধ্যেই কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, পরিবহন দপ্তরের অফিস চত্বরে থাকা দুটি ৬০ টন ধারণক্ষমতার ওয়েট ব্রিজও বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যদিও কমপ্লেক্সের ভেতরে একটি ১০০ টন ধারণক্ষমতার ওয়েট ব্রিজ সচল রয়েছে, তবুও সেটি চালু করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

এই বিষয়ে ইনচার্জ চক্রপানী দাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, দপ্তরের কর্মীরাও স্বীকার করেছেন যে ওয়েট ব্রিজ বিকল থাকায় তারা গাড়ির ওজন নির্ধারণ করতে পারছেন না, ফলে ওভারলোড গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না।

পরিস্থিতি ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্নমার্চ মাসে বিপুল রাজস্ব আদায়ের পর হঠাৎ কেন ওয়েট ব্রিজগুলি দীর্ঘদিন বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে? সচল ১০০ টন ওয়েট ব্রিজ থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করা হচ্ছে না কেন? এতে কি কোনো অসাধু চক্রের মদত রয়েছে?

এখন দেখার বিষয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন কিনা, নাকি এভাবেই রাজ্যের প্রবেশদ্বার ওভারলোড গাড়ির জন্য উন্মুক্ত থেকে যাবে।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মনপাথরে সর্বদলীয় আলোচনাসভা, সুষ্ঠু ভোটের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল: আগামী ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) নির্বাচন। এই নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এবং কোথাও কোনো অপ্রতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই মনপাথর এলাকায় এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও কিছু দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন না। তবে উপস্থিত প্রতিনিধিদের পাশাপাশি রিয়াং জনজাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন রাষ্ট্রীয় লোকদলের নেতৃত্ববৃন্দ। তাঁরা এডিসি এলাকায় নির্বাচনে জয়লাভের পর এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজের রূপরেখা তুলে ধরেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় লোকদলের রাজ্য ইনচার্জ আশুতোষ মিশ্র এবং দলের শীর্ষ নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মনিন্দ্র রিয়াং।

সভা শেষে আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন ব্রু সংগ্রামা মথার জেনারেল সেক্রেটারি খনারাম রিয়াং। তিনি জানান, এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে যাতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই সর্বদলীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও তিনি সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, নির্বাচনের পর রিয়াং জনজাতির উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এদিন রিয়াং জনজাতির কুলদেবীর পূজা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি-দাওয়াও সভায় তুলে ধরা হয়।

এডিসি নির্বাচন: শান্তিরবাজারে পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভোটের কাজে নিযুক্ত ভোটকর্মীদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে।

আজ শান্তিরবাজার বিদ্যাজ্যোতি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে ২৬-বীরচন্দ্রনগর-কলসী (এস.টি.) কেন্দ্রের ভোটকর্মীগণ পোস্টাল ব্যালটে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। আগামীকালও এই ভোটগ্রহণ চলবে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৩৯৫ জন ভোটকর্মী ভোট দিয়েছেন আজ। অন্যদিকে, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক কার্যালয়ে শুরু হয়েছে ই.ভি.এম. কমিশনিংয়ের কাজ। দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমায় মঙ্গলবার কমিশনিংয়ের দ্বিতীয় পর্ব সম্পন্ন হচ্ছে। ২৭ পূর্ব মুহুরিপুর-ভুরাতলী এবং ২৮ শিলাছড়ি-মনুবনকুল কেন্দ্রকে ঘিরে এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে। একই সঙ্গে নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণও শুরু হয়েছে।

সাব্রুম মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে কমিশনিংয়ের কাজ চলছে, যেখানে ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সরঞ্জামগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। অন্যদিকে সাব্রুম ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে কর্মীদের পোস্টাল ব্যালটের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। সমগ্র কার্যক্রমটি রিটার্নিং অফিসার তথা সাব্রুমের মহকুমা শাসক সুমন রক্ষিতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সমস্ত নির্দেশিকা মেনেই প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং কোথাও কোনো অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলার খবর নেই।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রায় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্রামগঞ্জ বিদ্যা জ্যোতি স্কুলের জমি জবরদখলমুক্ত করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাইলেন প্রিন্সিপাল

বিশালগড়, ৭ এপ্রিল: বিশ্রামগঞ্জ বিদ্যা জ্যোতি স্কুলের প্রায় এক হাজার মিটার জমি জবরদখল করে পাকাপোক্ত নির্মাণ করে ব্যবসা বাণিজ্য চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল চির কুমার দেববর্মা মঙ্গলবার দুপুরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রশাসনের কাছে জরুরি ভিত্তিতে হস্তক্ষেপের আবেদন জানান প্রিন্সিপাল জানান দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের জমির একটি বড় অংশ কিছু ব্যবসায়ী জবরদখল করে সেখানে স্থায়ী কনস্ট্রাকশন তৈরি করে ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

ফলে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলা এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের কাজে মারাত্মক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি তিনি আরও বলেন বিদ্যালয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়ায় এখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু জমি দখল করে ব্যবসা পরিচালনার কারণে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

তাই দ্রুত প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ে বিদ্যালয়ের জবরদখল হওয়া জমি উদ্ধার করার দাবি জানান প্রিন্সিপাল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি প্রায় এক হাজার মিটার জায়গা জবরদখলমুক্ত করা গেলে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন নতুন ভবন নির্মাণ এবং ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। প্রশাসনের কাছে তাদের একটাই আবেদন দ্রুত তদন্ত করে দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে বিদ্যালয়ের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হোক এই ঘটনায় এখন প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয় সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক মহল।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ঊনকোটিতে প্রশাসন-পুলিশের রোড মার্চ, শান্তিপূর্ণ ভোটের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ৭ এপ্রিল: আগামী ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলা এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে ঊনকোটি জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কৈলাশহর মহকুমার বিভিন্ন এডিসি ভিলেজ এলাকায় রোড মার্চ অনুষ্ঠিত হয়।

এই রোড মার্চে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদার, পুলিশ সুপার সুধামবিকা আর, কৈলাশহর মহকুমার মহকুমাশাসক বিপুল দাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এ. রাগুল, কৈলাশহর থানার ওসি তাপস মালাকারসহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

রোড মার্চটি ধনবিলাশ এলাকা থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন এডিসি ভিলেজ অঞ্চলে পরিক্রমা করে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়ানো এবং কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর বার্তা দেওয়া হয়।

রোড মার্চ শেষে জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদার সকল ভোটারদের উদ্দেশ্যে নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে ভোটদান করার আহ্বান জানান।

অন্যদিকে, পুলিশ সুপার সুধামবিকা আর জানান, আগামী ১২ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হবে। তিনি সকলকে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অনুরোধ জানান।

তেলিয়ামুড়ার কালিটিলায় নারী-পুরুষকে আটক করে জোরপূর্বক বিয়ে, চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ এপ্রিল: তেলিয়ামুড়া থানাধীন কালিটিলা এলাকায় সোমবার গভীর রাতে এক নারী ও পুরুষকে আটক করে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কালিটিলা এলাকার বাসিন্দা শ্যামল সরকারের বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছিলেন তুইসিন্দ্রাই এলাকার এক মহিলা। প্রায় এক মাস আগে ওই মহিলার স্বামীর মৃত্যু হয়। অভিযোগ, এরপর তিনি একই এলাকার বাসিন্দা রোমেন মালাকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। সোমবার রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ রোমেন মালাকার ওই মহিলার বাড়িতে এলে বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়িতে গিয়ে দরজা খোলার জন্য ডাকাডাকি শুরু করেন। পরে দরজা খোলার পর দু'জনকে একই ঘরে দেখতে পেয়ে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। এরপর স্থানীয়রা তাদের আটক করে এবং জোরপূর্বক বিয়ে সম্পন্ন করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার খবর পেয়ে রোমেন মালাকারের মা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট নারী ও পুরুষের মধ্যে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার বিষয়ও সামনে এসেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। তবে এ বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কৈলাশহরে 'ডান্স জোন'-এর দশম বর্ষপূর্তি উদযাপন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুগ্ধ দর্শক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ এপ্রিল: কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে পালিত হল 'ডান্স জোন'-এর দশম বর্ষপূর্তি। এই উপলক্ষে আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠানে নৃত্য ও মডেলিং শোকেসের মাধ্যমে মঞ্চ মাতিয়ে তোলেন অংশগ্রহণকারীরা। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। ডান্স জোনের কর্তৃপক্ষ এই শুভ সূচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পর্দা উন্মোচন করেন। সংস্থাটি একটি আইএসও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বলে জানানো হয়েছে। এদিন বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

স্কুলে দুঃসাহসিক চুরি নাইট পেট্রোলিং নিয়ে প্রশ্ন

কৈলাসহর, ৭ এপ্রিলঃ কৈলাসহর মহকুমায় রাতের অন্ধকারে চুরির ঘটনা যেন নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফের সোমবার গভীর রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল একটি সরকারি স্কুলে। ঘটনা কৈলাসহর থানার অন্তর্গত গোলধারপুর রুদ্র সিংহ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

মঙ্গলবার দুপুরে স্কুলের ইনচার্জ রাজ মোহন সূত্রধর জানান, প্রতিদিনের মতো সকাল সোয়া দশটা নাগাদ স্কুলে এসে তিনি দেখতে পান মূল ভবনের গ্রীলের তালা ভাঙা। ভিতরে প্রবেশ করে দেখা যায়, প্রধানশিক্ষকের কক্ষের দরজা ভাঙা এবং ঘরের ভিতরে থাকা সমস্ত গডরেজ ও লকার ভেঙে ফেলা হয়েছে। একইভাবে অফিস রুমের তালাও ভেঙে ভিতরের আলমারি ও লকার তছনছ করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, স্কুল প্রাঙ্গণের ক্যান্টিনেও হানা দেয় চোরেরা। ক্যান্টিনের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে লকার ভেঙে সেখান থেকে নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

ঘটনার পরপরই স্কুলের ইনচার্জ রাজ মোহন সূত্রধর প্রথমে স্থানীয় গ্রাম প্রধান বিরু সিনহাকে খবর দেন এবং পরে কৈলাসহর থানায় বিষয়টি জানানো হয়। খবর পেয়ে গ্রাম প্রধান ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি দেখে হতবাক হয়ে পড়েন এবং স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

উল্লেখ্য, প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন এই বিদ্যালয়ের সুনাম রয়েছে গোটা এলাকাজুড়ে। প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো ফল করে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখছে। এতদিনে এই প্রথমবারের মতো এমন চুরির ঘটনা ঘটল বলে জানান গ্রাম প্রধান বিরু সিনহা।

স্কুল সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে নতুন ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। ভর্তির ফি হিসেবে জমা পড়া অর্থ লকারে রাখা হয়েছিল। ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় সেই অর্থ এখনও ব্যাংকে জমা করা হয়নি। ফলে লকারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নগদ অর্থ ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও ঠিক কত টাকা চুরি হয়েছে, তা এখনও নির্দিষ্টভাবে জানানো যায়নি।

এছাড়াও, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে নগদ অর্থ ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র চুরি হয়নি। তবে দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে নাইট গার্ড এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারও পুলিশের নাইট পেট্রোলিং এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 08-04-2026, 01:04